CMYK
ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৮ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
CMYK
JAGARAN ■ 30 September 2022 ■ আগরতলা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং ■ ১৩ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শহরকে ছাপিয়ে গ্রামে বাড়ল পূজা

চতুর্থীতেই শহর আগরতলায় প্যান্ডেলে জনপ্লাবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। করোনার ভীতি কেটে গেছে। তাই, ত্রিপুরায় এবছর দুর্গা পূজা সংখ্যায় বেড়েছে। গত বছরের তুলনায় এবছর নথিভুক্ত পূজার সংখ্যা বেড়েছে ৩৩০টি। তাই, শারদ উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এবং জননিরাপত্তায় বাড়তি আয়োজন করেছে পুলিশ প্রশাসন।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা পুলিশের সহকারী আইজি আইন-শৃংখলা জ্যোতিষ্মান দাস চৌধুরী বলেন, গত বছর রাজ্যে নথিভুক্ত পূজার সংখ্যা ছিল ২১৭৬টি। এবছর তা বেড়ে হয়েছে ২৫০৬টি। তার মধ্যে শহর এলাকায় ৯৭৯টি এবং গ্রামীণ এলাকায় ১৫২৭টি পূজা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় দুর্গা পূজার সংখ্যা ৪৩৬টি।

> **নথিভুক্ত পূজার সংখ্যা**
> শহর এলাকায় -৯৭৯টি, গ্রামীণ এলাকায় ১৫২৭টি
> আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ৪৩৬টি
>
> **নিরাপত্তা ব্যবস্থা**
> পুলিশ ও টিএসআর ২৪০০জন, সিসিটিভি ৯৯টি
> পুলিশের ১৩০টি গাড়ি নজরদারীতে

তিনি বলেন, গত বছর দুর্গা পূজায় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ২৪০০ পুলিশ ও টিএসআর নিযুক্ত করা হয়েছিল। এবছর তার অনেক বেশি ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯৯টি সিসিটিভি বসানো হয়েছে এবং ১৩০টি পুলিশের গাড়ি নজরদারি চালানোর জন্য মোতায়েন থাকবে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরা পুলিশ ইতিমধ্যে আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা নিয়েছে। সেই সাথে সমাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্পর্শকাতর এলাকায় বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে এবং ট্রাফিকের তরফে আলাদাভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।তাঁর দাবি, শারদ উতব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মী, টিএসআর জওয়ান এবং এসপিও-দের মোতায়েন করা হবে।ট্রাফিকের তরফে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ থাকবে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিছু রাস্তায় নো-এন্ট্রি থাকবে।

এদিকে, রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বিগ বাজেটের পুজা প্যান্ডেলের উদ্বোধন হয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। শহরের নেতাজি প্লে ফোরাম সেন্টার এবং ছাত্রবন্ধু ক্লাবের পুজা প্যান্ডেলে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। উদ্বোধনের পরপরই প্যান্ডেলে প্যান্ডেলের দর্শনার্থীদের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। এককথায় চতুর্থীর সন্ধ্যাতে আগরতলায় প্যান্ডেলে জনপ্লাবন দেখা গেল।

প্রসঙ্গত, বিশ্বকর্মা পুজার পর মহালয়া সম্পন্ন হয়েছে। পিতৃপক্ষের বিদায় নিয়ে দেবী পক্ষের শুরু হয়ে গেছে।।পুজার আর হাতাগোনা ১০৮ ঘন্টা সময় বাকী। অর্থাৎ বছর ঘুরে মা দুর্গার আবার মর্তে আগমন ঘটছে কিন্তু মা দুর্গা দুর্গতি নাশিনীর আগমনে রাজ্যের মানুষের দুর্গতি দূর হওয়ার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটি ঘন্টা সময় বাকী, কিন্তু আমজনতার মধ্যে কোন উচ্ছাস পরিলক্ষিত হচ্ছে না। গ্রাম - শহরে ঘুরে অনুভুত হচ্ছে যে পুজার আনন্দ মাত্র কিছু সংখ্যক লোকেরমধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। অভাব - অনটন এবং নানা সমস্যাকে পুজিঁ করেই পুজার দিনক্ষণ এগিয়ে চলছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানী আগরতলা শহরে নেতাজী প্লে ফোরাম সেন্টানের পূজা প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের ভীড় চতুর্থীর সন্ধ্যায়।

উদ্বোধন হল পানিসাগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। মানুষ বুঝে গেছে যে শিক্ষা মানে মুক্তি, শিক্ষা মানে জীবন, শিক্ষা মানে স্বপ, শিক্ষা মানে বিকাশ। শিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়।

আজ পানিসাগর মহকুমার রৌয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নবগঠিত পানিসাগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। উল্লেখ্য, এবছর থেকেই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পঠনপাঠন শুরু হবে। মহাবিদ্যালয়ে কলা বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে ১০০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। এখন পর্যন্ত প্রথমবর্ষে ৫২ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। পানিসাগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা।

মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদেরও এগিয়ে আসতে হবে। রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে ট্রিপল আইটি স্থাপন, জাতীয় ফরেনসিক ইউনিভারসিটি, জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজী মাধ্যম সরকারি মহাবিদ্যালয়, রাজ্যের ৫টি সরকারি মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেতন ভাতার দাবীতে সিডিপিওকে ঘেরাও করলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

গন্ডাছড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। অঙ্গনওনারী কর্মীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য বকেয়া টাকা-পয়সা মিটিয়ে না দেওয়ায় ধোলাই জেলার গন্ডাছড়ায় সিডিপিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। আন্দোলনকারী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা জানান, পূজার মাস বেতনের এগ্রেসিয়া বোনাস এবং চার মাস ধরে বকায়া বিল মোবাইল রিচার্জ করে দিচ্ছেন না বলে আজ গন্ডাছড়া মহকুমার সিডিপিও অফিস ঘেরাও করেন গন্ডাছড়া অঙ্গওয়াড়ী কর্মীরা। তাদের দাবি দুর্গাপূজার আর মাএ দুই তিন দিন বাকি। পাননি বেতন বোনাস এগ্রেসিয়া এবং বকেয়া চার মাসের বিল।

এক দিকে ছেলে মেয়েরা পূজার কাপড়ের জন্য কাদছে, অন্যদিকে চার মাস ধরে মাহাজনের কাছ থেকে দেনা করে চালিয়েছেন। তার দায়ে আজ সিডিপিও অফিস ঘেরাও করেন। পূজার মাস বড় উৎসব দুর্গাপূজা। এই সময় ধনী গরিব যে যার সাধ্যমতে মত ছেলেমেয়েদের নতুন কাপড় দেন। কিন্তু দেখা যায় যে গন্ডাছড়া মহকুমার অঙ্গনাওয়াড়ী কর্মীদের এখনো পর্যন্ত বেতন বোনাস এগ্রেসিয়া এবং তাদের বকেয়া বিল চার মাস দেওয়া হয়নি এখনো।

একদিকে ঘরে গেলে ছেলেমেয়েদের কান্না কাপড়ের জন্য, বাজারে আসলে ধার দেনা করে সেন্টার চলিয়েছে। তার বকেয়া বিল চার মাস ধরে বাকি। চার মাস ধরে মোবাইলে রিচার্জ করা হচ্ছে না এই নিয়ে তারা বাধ্য হয়ে গন্ডাছড়া মহকুমার সিডিপিও অফিস ঘেরাও করেন। পরিশেষে বাধ্য হয়ে পিডিপিও গন্ডাছড়ার শুধু বেতন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্ল্যাক মাম্বা প্রজাতির সাপ উদ্ধার খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ সেপ্টেম্বর।। খোয়াই জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন অনবদ্য পেট্রোল পাম্প থেকে একটি ৭ ফুট লম্বা 'ব্ল্যাক মাম্বা" নামে প্রজাতির বিষধর সাপের সন্ধান মিলতেই জনমনে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

এই সাপের বৈশিষ্ট্য হলো প্রবল বিষধর এবং এদের মুখগহ্বর থাকে কালো। এরা প্রচন্ড চঞ্চল প্রকৃতির হয় এবং এরা শরীরের ৯০ শতাংশ সোজা হয়ে অনেকটাই ওপরে উঠতে পারে। এদের আক্রমণ করার তীব্রতাও বেশী। বিষধর সাপের সন্ধান মিলতেই খবর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালক ভাই-বোনকে হত্যা প্রতিবেশীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড

পি আর বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ সেপ্টেম্বর।। পুরান রাজবাড়ী থানাধীন গাবতলীর বগাচতল এলাকায় জোড়া খুন মামলায় অভিযুক্ত সুগ্রীব ত্রিপুরা(২৮)কে আজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা বিচারক আশুতোষ পান্ডে। ঘটনাটি ছিল ২০২১ সালের মে মাসে হৃদয় দে(১১) এবং তার বোন রীতা দে (৯) প্রতিদিনের মতো গরু চরাতে সকাল ৯ টা নাগাদ বাড়ির পার্শবর্তী জঙ্গলে যায়।

বিকেল পর্যন্ত গরু ফিরে আসলেও দুই ভাই-বোন ফিরে না আসায় বাবা সাধন দে ও এলাকাবাসী সহ তাদেরকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। জানানো হয় পুরান রাজবাড়ী থানায়। সারারাত খোঁজাখুঁজির পর কোথাও না পেয়ে পরের দিন সকালে আবার পুলিশ সহ সকলে মিলে খুঁজতে থাকে তাদেরকে। অবশেষে দুপুরবেলায় হঠাৎই এই জঙ্গলের একটি পরিত্যক্ত জলাশয়ে দুই ভাই বোনের দেহ ভাসতে দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে মৃত দুই নাবালক ও নাবালিকার বাবা সাধন দে পুরান রাজবাড়ী থানায় লিখিত অভিযোগ জানায়।

তারপর পুরান রাজবাড়ি থানা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ২০১ ধারায় মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে যার কেস নম্বর ছিল ২২/২০২১। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য অনুযায়ী পুলিশ সুগ্রীব ত্রিপুরাকে গ্রেফতার করে এবং সে নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করে। তারপর সুগ্রীব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাশুড়িকে গলা টিপে খুন, গ্রেপ্তার জামাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ সেপ্টেম্বর।। মেয়ের জামাইয়ের হাতে খুন হল শাশুড়ি। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত লক্ষীছড়া এডিসি ভিলেজের রামসুন্দর পাড়ায় সত্যজয় ত্রিপুরা (২৭) ঘর জামাই হয়ে শশুর বাড়ীতে বসবাস করে। এরইধ্যে বুধবার রাত্রিবেলায় উনার শাশুড়ি উনতি রিয়াং (৬৮) কে গলা টিপে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ বাড়ীর লোকজনদের।

জানা যায় সত্যজয় ত্রিপুরা উনতি রিয়াং এর ছোট মেয়ের জামাই। পরবর্তী সময় বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে খবর দেওয়া হয় বাইখোড়া থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে বাইখোড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। এই খুনের বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে বাইখোড়া থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করা হয়।

লিখিত অভিযোগ পাবার কিছু সময়ের মধ্যে বাইখোড়া থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। এই হত্যাকান্ডের বিবরণ সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন পরিবারের লোকজনেরা। তাব . পাশাপাশি বাইখোড়া থানার ওসি গোপালশুক্ল দাস জানান মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে আসবে মৃত্যুর আসল রহস্য। অপরদিকে অভিযুক্তকে আগামীকাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে বাইকের ধাক্কায় মহিলা এসআই ও স্কুলছাত্রী গুরুতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। যান সন্ত্রাসের শিকার মহিলা পুলিশ কর্মী। এসপিও জাওয়ানের বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরতর আহত মহিলা পুলিশ কর্মী। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার বিশালগড় বাইপাস সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। ঘটনাস্থল থেকে আহত মহিলা পুলিশ কর্মীকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসে।

সেখানকার কতর্ব্যরত চিকিৎসক আহত পুলিশকর্মীর আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে জিবিপি হাসপাতালের স্থানান্তর করেন।ঘটনার বিবরনে জানা যায়, রাজ্য পুলিশের এসআই রুকিয়া বেগম বৃহস্পতিবার নিজ স্কুটিতে উদয়পুর থেকে বিশালগড় থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন।

অপরদিক থেকে টিআর০১একে৯৫৪১ বাইক চালিয়ে আসছিলেনবিশালগড়থানারএক এসপিও জাওয়ান। জাওয়ানের বাইকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে এসআই রুকিয়া বেগম মাটিতে ছিটকে পড়ে আহত হন। উদ্ববেগের বিষয় এই যে এসআই রুকিয়া বেগম রাস্তায় পড়ে ছটপট করতে দেখেও অভিযুক্ত জওয়ান কোনো ধরনের সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে এক যাত্রীবাহী অটো আহত রুকিয়া বেগমকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের কত্যবরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে জিবিপি হাসপাতালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর।। নিজ পুকুরে ডুবে মৃত্যু মাঝবয়সী ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম বিদ্যা তাঁতি (৪৫)। বাড়ি কালিকা পুর এলাকায়।

ঘটনা উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রের কালিকাপুর গ্রামে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যা তাঁতিকে তার নিজ পুকুরে ভাসমান অবস্থায় দেখে পরিবারের লোকজন

দমকল কর্মীদের সহযোগিতায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করলে হাসপাতালে কান্নার রোল পড়ে। পরে সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।পরিবারের লোকজন বলেন, দুপুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ২৭৭ জন চিকিৎসকের পদোন্নতি, বামেদের বিঁধে বিজেপির দাবি সদিচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় চিকিৎসকদের দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে ২৭৭ জন চিকিৎসকের পদোন্নতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ৪১ হাজার ৫৮১ জন কৃষকের কাছে ক্ষতিপূরণের ৬০ কোটি ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ৫৭৬ জন শিক্ষক পদে চাকরির অফার পেতে চলেছেন। শুধু তা-ই নয়, ২৫ বছরে ৭০০ টাকা ভাতা সাড়ে চার বছরে বেড়ে ২,০০০ টাকা হয়েছে। তাই সদিচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব। আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য এভাবেই ত্রিপুরা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বামেদের কড়া ভাষায় বিঁধেছেন।

এদিন নবেন্দু বলেন, ত্রিপুরায় প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছে। তার তীব্রতা এতটাই মারাত্মক ছিল, গ্যাড়াকল থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি বলেন, বিজেপির দাবি ছিল, চিকিৎসকদের যোগ্য সম্মান দিতে হবে। সে মোতাবেক তাঁদের পদোন্নতি দেওয়া হোক। তাঁর বক্তব্য, বাম আমলে পদোন্নতিতে প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি পে-স্ক্যাল কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এত বছর ধরে বামেদের নীতি মেনেই চিকিৎসকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল। দীর্ঘ ৩৮ বছর পর সেই বঞ্চনার অবসান হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার ২৭৭ জন চিকিৎসকের পদোন্নতি দিয়েছে।

নবেন্দুর কটাক্ষ, অনেকেই জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে চাকরিতে যোগ দিয়ে ওই পদেই অবসরে গেছেন। এমন-কি বাবা জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার পর ছেলেও একই পদে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। দুজনেই একই পদে অবসরে গেছেন। তাঁর দাবি, চিকিৎসকদের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হলে মানুষ আরও ভালো পরিষেবা পাবেন। চিকিৎসকরা উপকৃত হওয়ার সাথে তার প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর পড়বে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপে কৃষকরাও উপকৃত হচ্ছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৪১ হাজার ৫৮১ জন কৃষকের কাছে ক্ষতিপূরণের ৬০ কোটি ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, বাম আমলে কৃষকদের মাঠ থেকে ডেকে এনে রাস্তায় নামানো হতো। অথচ, তাঁদের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার বদলে কেন্দ্রকে দোষারোপ করেছে তারা। তিনি বলেন, সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়ের জন্য বামেরা শুধুই চিৎকার করেছেন। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের পর কৃষকরা সেই সুফল ঘরে তুলেছেন।

নবেন্দুর দাবি, শিক্ষক পদে ৫৭৬ জনকে অফার দেওয়া হবে। তাঁদের মধ্যে ২৫৮ জন ইতিমধ্যে অফার পেয়ে গেছেন। সামাজিক ভাতা ২,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও বিজেপি জোট সরকার পূরণ করেছে। তাঁর কটাক্ষ, ২৫ বছরে ৭০০ টাকার ভাতা সাড়ে চার বছরে বেড়ে ২,০০০ টাকা হয়েছে। তাঁর দাবি, সদিচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব হয়। বিজেপি জোট সরকার ত্রিপুরায় তা করে দেখিয়েছে। তবুও বামেরা ভাতা নিয়ে সমালোচনা করছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের পথ অবরোধ

খোয়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ সেপ্টেম্বর।। খোয়াই থানাধীন পশ্চিম সিঙ্গিছড়া গ্রামের জনসাধারনের অভিযোগ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে তাদের যে কৃষি জমি রয়েছে সেখানে কৃষিকাজ করতে গিয়ে প্রায়শই স্থানীয় কর্তব্যরত বিএসএফ কর্তৃক তাদের হেনস্থার স্বীকার হতে হয়।

এছাড়া বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতিরও অভিযোগ তুললেন সীমান্ত লাগুয়া পশ্চিম সিঙ্গিছড়া গ্রামের সাধারন মানুষজন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাতের বেলা তো বটেই, প্রকাশ্য দিনের আলোতেই আকণ্ঠ মদ্যপাণ করে স্থানীয় বিএসএফ জওয়ানরা এবং সেই মদের নেশায় মানুষের সাথে দূর্ব্যবহার করেন। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ বিএসএফ জওয়ানদের কর্তব্যে গাফিলতির জন্যই বাংলাদেশী চোরের দল সীমান্ত ডিঙিয়ে সহজেই গ্রামে প্রবেশ করে এবং প্রচুর বাড়ি-ঘরে হানা দিয়ে গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে যায়।

পাশাপাশি মানুষদের সর্বশান্ত করে স্বর্ণালঙ্কারও ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশী চোরেরা। বৃহস্পতিবারও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। স্থানীয় এক বাড়িতে হানা দিয়ে দুটি গবাদি নিয়ে যায় বাংলাদেশী চোরেরা। ঘটনার খবর দেওয়া হয় বিএসএফ জওয়ানদের। কিন্তু খবর পেয়েও কোনো কার্যকরী ভূমিকা গ্রহন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৬০ ▫ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং ▫ ১৩ আশ্বিন ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

অধিকার নিয়া নানা প্রশ্ন উঠিতেছে

স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার সংবিধানে বর্ণিত রহিয়াছে। কিছু হস্তান্তরের অযোগ্য অধিকার নিয়া ভারতবাসী হিসেবে আমরা দেশে বসবাস করিতেছি। এর মধ্যে রহিয়াছে শরীরের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, কথা বলিবার ও লেখার অধিকার, আমার পছন্দের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করিবার অধিকার এবং নিজের ও আমার পরিবারের জন্য কাজ করিবার অধিকার।রাষ্ট্র' নাগরিকদের সম্মিলিত নামের অতিরিক্ত কিছু নয়।যাহা নিজেদেরকে সংগঠিত করিয়া একটি 'রাষ্ট্র' গঠন করে। নাগরিকদের দ্বারা গৃহীত একটি সনদই রাষ্ট্রের সংবিধানে পরিণত হয়। সংবিধানে যাহা লেখা আছে তাহার বাইরে রাষ্ট্র কোনও অধিকার বা ক্ষমতা বা কর্তব্য জাহির করিতে পারে না। যে নাগরিক সংবিধান মানিয়া নেয় না সে দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশের নাগরিক হইতে পারে, যদি সেই দেশ তাহাকে গ্রহণ করে। সাধারণভাবে রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের এই নিখুঁত বিচক্ষণ ব্যবস্থায় সহাবস্থান করিতে পারা উচিত। বিপত্তি রহিয়াছে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে সংবিধানে যাহা লেখা আছে তাহার অর্থ কখনও কখনও বিতর্কের কেন্দ্র হইয়া ওঠে।অতএব প্রয়োজন হয় ব্যাখ্যার। সংবিধান ব্যাখ্যা করিবার অধিকার দৃঢ়ভাবে বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত হয়।কিন্তু বিষয়টিতে প্রতিদ্বন্দ্বী আবার আইনসভা। বিচারকদের সবসময়ই নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাঁহাদের নিয়োগের ক্ষমতা, সাধারণত, সরকারের হাতে থাকে।এই ব্যবস্থায়, এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন লিখিত শব্দ এবং তাহার অর্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইতে পারে। আইনসভা এবং বিচার বিভাগ ভিন্নমত পোষণও করিতে পারে কিছু পরিস্থিতিতে। এই ধরনের মতবিরোধের সমাধানের ভিতর দিয়াই একটি দেশ অন্যদের থেকে পরিণত ও সভ্য হিসাবে আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়।

স্বাধীনতার ৭৫বছর পরও স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের অধিকার নিয়া নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছে। সংবিধান প্রণেতা নানাদিক চিন্তাভবনা কোরিয়া দেশের নাগরিকদের জন্য এসব অধিকার সংবিধানে বর্ণিত করিয়াছিলেন। দেশের নাগরিকরা যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারেন, স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করিতে পারেন, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারেন, নিজের পছন্দমত আহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করিতে পারেন সেসব বিষয়ক মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এসব অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ শুরু হইয়াছে। এর জন্য দায়ী রাষ্ট্রশক্তি। রাষ্ট্রশক্তি ভারতের সংবিধানে বর্ণিত অধিকার দেশের নাগরিকদের ভোগ করিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সেই কারণেই অধিকার নিয়ে দেশে নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। যেখানে যেখানে অধিকার লঙ্ঘিত হইতেছে সেখানেই সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। অশান্তির পরিবেশ কায়েম হইতেছে। ধর্ম-বর্ণ কৃষ্টি-সংস্কৃতি পোশাক-পরিচ্ছদ খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির ওপর হস্তক্ষেপ কোনভাবেই মানিয়ে নিতে রাজি নন স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকরা। এটা নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক বিষয়। অধিকার হরণ কারীদের বিরুদ্ধে সংবিধানে বর্ণিত অধিকার অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের যথেষ্ট সংস্থান রহিয়াছে। অথচ যেখানেই সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে সেখানে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে না। যাহাদের ওপর আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করিবার অধিকার বর্ণিত রহিয়াছে তাহারাও যেন নিস্পৃহ। এই ধরনের মানসিকতা দেশের সার্বভৌমত্ব ও সৌভ্রাতৃত্বকে বিঘ্নিত করিতে শুরু করিয়াছে। এই ধরনের প্রবণতা কোনভাবেই কাম্য নয়। যারা দেশের পবিত্র সংবিধানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মানাতে নারাজ তাদের বিরুদ্ধে সংবিধান বিরোধী আইন প্রয়োগ করিয়া কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়। কিন্তু এই ধরনের তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নজির আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। দেশের সংবিধান প্রণেতা যে প্রত্যাশা নিয়ে সংবিধান রচনা করেছিলেন সেই প্রত্যাশা আজও অথৈ জলে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশ্নচিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে আরো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

পাচারের আগে হেমতাবাদে তক্ষক সহ গ্রেফতার ২

হেমতাবাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পাচারের আগে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ থেকে বিরল প্রজাতির তক্ষক সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করল সিআইডি টিম। বুধবার রাতে হেমতাবাদের টিটিহি এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে হেমতাবাদের টিটিহি এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে বিরল প্রজাতির তক্ষক সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করে সিআইডি টিম। ধৃতরা হল ভূপাল রায় এবং জাহির আলি। এদের মধ্যে ভূপালের বাড়ি টিটিহি এলাকায় এবং জাহিরের বাড়ি অনন্তকোটা এলাকায়। রায়গঞ্জ জেলা বনাধিকারিক কমল সরকার জানান, উদ্ধার হওয়া তক্ষক বন দফতরের হেপাজতে রয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান সীমান্ত পার করে বাংলাদেশ থেকে এদেশে আনা হয়েছিল তক্ষকটি। সেটি বিদেশে পাচারের পরিকল্পনা ছিল। ধৃতদের বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে মামলা রুজু হয়েছে। -হিন্দুস্থান সমাচার /

কিশনগঞ্জে ৪ লক্ষ ৯১ হাজার জাল নোট সহ পাঁচ দুষ্কৃতী গ্রেফতার

কিশনগঞ্জ, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিহারের পূর্ণিয়া জেলার জানকি নগর থানা এলাকার চোপড়া বাজার থেকে ৪ লক্ষ ৯১ হাজার জাল নোট সহ পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের থেকে জাল টাকা ছাপানোর দুটি প্রিন্টার ও অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার দয়া শংকর জানান, ধৃতরা ১০০ টাকার জাল নোট ছাপিয়ে গ্রামের বাজারে চালাত। এর জন্য এজেন্ট বহাল করা হয়েছিল। এদিন পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারে দুষ্কৃতীরা দুটি বাইকে প্রচুর পরিমানে জাল টাকা নিয়ে জানকিনগর থেকে পূর্ণিয়ার দিকে আসছে। এরপর দুষ্কৃতীরা চোপড়া বাজারের কাছে পুলিশের জালে ধরা পড়ে। পুলিশের জেরায় ধৃতরা জানান জানকিনগরে জাল টাকা ছাপার কারখানা বসানো হয়েছিল। সেই জায়গায় হানা দিয়ে পুলিশ প্রচুর জাল টাকা ছাপার দামি কাগজ ও মেশিন বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ঔরঙ্গাবাদে পিএফআই অফিস সিল, পুলিশ মোতায়েন

মুম্বই, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার ঔরঙ্গাবাদ জেলার জিনসি এলাকার পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার (পিএফআই) অফিস সিল করে দিয়েছে পুলিশ। যেকোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা মোকাবেলায় অফিসের আশপাশে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যে পিএফআই-এর অফিস সিল করার এটাই প্রথম পদক্ষেপ বলে জানা গেছে।

ঔরঙ্গাবাদের পুলিশ কমিশনার ডঃ নিখিল গুপ্ত আজ নিজের স্বাক্ষরে জিনসি এলাকার তিনটি গেট সিল করে দিলেন। পিএফআই অফিসের বাইরেও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এই বিষয়ে অফিসে একটি নোটিশও দেওয়া হয়েছে, তাই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি ছাড়াও স্থানীয় পুলিশও পিএফআই-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। এর আগে, ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) এবং অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এটিএস) ঔরঙ্গাবাদের বেশ কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে পিএফআই-এর ১৩ জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছিল। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পিএফআই-এর মহারাষ্ট্র রাজ্য সভাপতি নাসির শেখ। ঔরঙ্গাবাদ পুলিশ এখানে বিভিন্ন এলাকায় পিএফআই-এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের তদন্ত করছে।

দেবীর অকালবোধনে রামের পুরোহিত ছিলেন স্বয়ং রাবণ

বিশ্বদীপ দে

শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধনের ফলেই শরৎকালে দুর্গাপুজোর সূচনা। একথা কে না জানে! কিন্তু এই অকালবোধনেরই কত অজানা কাহিনি ছড়িয়ে আছে, আমরা তার খোঁজ রাখি না। যার মধ্যে অন্যতম হল, রাবণ নাকি রামচন্দ্রের পুজোয় পৌরোহিত্য করেছিলেন! হাঁ, এমন কাহিনিও শোনা যায় বইকি।

না। বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্রের এই পুজোর উল্লেখ নেই। তবে কৃত্তিবাস ওঝা সবিস্তারে লিখেছেন অকালবোধনের কথা। এছাড়া দেবী ভাগবত পুরাণ ও কালিকাপুরাণেও রয়েছে এর উল্লেখ। তাছাড়া পুঁথি থেকে পুঁথিতে ভাষান্তর, নতুন ঘটনার সংযোজন তো ছিলই। তারপর লোকায়ত চর্চায় মিশে যায় নানা কাহিনি।

দেবীর বরপ্রাপ্ত রামের পক্ষে রাবণকে বধ করা ছিল কেবলই সময়ের অপেক্ষা।

কিন্তু রাবণ কেন রামের অকালবোধনের পুরোহিত হলেন? তিনি তো জানতেনই রামচন্দ্র তাঁকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করতে চান। নিজেই নিজের মৃত্যুকে নিশ্চিত করতে কেন চাইলেন রাক্ষসরাজ? তার আগে আরেকটা বিষয়ে একটু বলে নেওয়া যেতে পারে।

অনেকেই ভাবতে পারেন, রাবণ কী করে ব্রাহ্মণ হলেন? আসলে রাবণের বাবা বিশ্রবা মুনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাই রাক্ষসী কৈকসীর পুত্র হলেও রাবণ ব্রাহ্মণ। এখানেই শেষ নয়, শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তিনি। সংস্কৃতজ্ঞ, সুপণ্ডিত এবং মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী করা রাবণকে তাই একজন উচ্চশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ হিসেবেই ধরা হত। কেবল রাবণই নন, অহিরাবণ এবং মহিরাবণের মতো রাবণ বংশীয় অন্যদের সম্পর্কেও বলা হয়, তাঁরা রীতিমতো সাধক ছিলেন।

রামায়ণ মিশে রয়েছে সংস্কৃতিতে যাই হোক, অকালবোধনের কাহিনিতে ফেরা যাক। রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে যখন একে একে লঙ্কার বড় বড় বীররা ধরাশায়ী, তখন রাবণ মা দুর্গার স্তব করলেন। দুর্গা কালীরূপে রাবণকে অভয় দিলেন। মা কালীর কোলে আশ্রিত রাবণ যুদ্ধে অপরাজেয় হয়ে উঠতে লাগলেন। এই পরিস্থিতিতে দুর্গাকে তুষ্ট করতে অকালেই (বসন্তকালের বদলে শরৎকালে) তাঁর পুজো করতে মনস্থ করলেন রাম। কিন্তু সেই পুজোয় কে করবেন পৌরোহিত্য?

রামের অকালবোধনের পুরোহিত হিসেবে রাবণের নাম উত্থাপন করেন স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা। তিনিই পরামর্শ দেন, "তোমার এই পুজোর উপযুক্ত পুরোহিত হতে পারেন রাবণই।" অগত্যা রাক্ষসরাজ রাবণকেই পৌরোহিত্যের প্রস্তাব দেন রঘুনন্দন। আর রাবণও রাজি হয়ে যান। বোধনের মন্ত্র বলার সময় রাবণ উচ্চারণ করেন, "রাবণস্য বধার্থায়" অর্থাৎ নিজের মৃত্যুর জন্য পুজোয় নিজেই পৌরোহিত্য করলেন, সংকল্প করলেন তিনি। আসলে রাবণ জানতেন, রাক্ষস বংশের উদ্ধারের জন্য রামের হাতেই তাঁর বধ হওয়া প্রয়োজন। আর সেই কারণেই এই পুজোয় পৌরোহিত্য করতে তাঁর রাজি হওয়া। সীতাহরণের সময় কি রামের হাতে বধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই কাজ করেছিল রাবণের মনে? কিন্তু দেখা গেল, রাবণ যতই পৌরোহিত্য করুন, যুদ্ধে তিনি অপরাজেয়। রাম যতবার মুণ্ডচ্ছেদ করেন ততবার

সেই ছিন্ন মাথা জোড়া লেগে যায় দেবীর আশীর্বাদে। এই পরিস্থিতিতে রাম বুঝতে পারলেন চণ্ডী অশুদ্ধ করতে হবে। আর উপায় নেই। এই ভার পড়ল হনুমানের উপর। মাছির রূপ ধরে পবনপুত্র গিয়ে চণ্ডীর উপরে। ঢাকা পড়ল একটি অক্ষর। ফলে মন্ত্র পড়তে গিয়ে ভুল করলেন রাবণ। তিনি ওই একটি অক্ষর উচ্চারণ না করায় চণ্ডী হল অশুদ্ধ।

চণ্ডী অশুদ্ধ হওয়ার এই কাহিনি কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে আলাদা। সেখানে বলা আছে, রাবণ রামের পুজোর কথা জানতে পেরে শঙ্কিত। তাই দেবীর কৃপা পেতে তিনি ডাক পাঠালেন দেবগুরু বৃহস্পতিকে। রাত্রিকালে চণ্ডীপাঠ নিষিদ্ধ। আর তাই বৃহস্পতি বেঁকে বসলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাবণের রক্তচক্ষু দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি শুরু করলেন পাঠ। আর তখনই সেখানে হাজির হলেন হনুমান। মাছির রূপ ধারণ করে। 'যথা বৃহস্পতি আছে, উপনীত তাঁর কাছে,/ একমনে করে চণ্ডীপাঠ।।/ মক্ষিকার রূপ ধরে, চাটিলেন দ্বি অক্ষরে,/ দেখিতে না পান বৃহস্পতি।/ অভ্যাস আছিল তায়, পড়িল অবহেলায়,/ হনুমান সচিন্তিত অতি।' স্বাভাবিক ভাবেই চণ্ডীপাঠে ত্রুটি হওয়ায় দেবী ক্রুদ্ধ হলেন। এদিকে রাবণও পালটা ক্রোধ দেখিয়ে বললেন, যেহেতু দেবী তাঁর শত্রুর পক্ষ নিয়েছেন, তাই দেবীও এখন তাঁর শত্রু। এমনই রাক্ষসরাজের অহং। আসলে মহাজ্ঞানী হলেও রাবণ শেষ পর্যন্ত ছিলেন রাক্ষসগুণসম্পন্ন, দাম্ভিক। সাধে কী বলেছে 'অতি দর্পে হত লঙ্কা' ফলে দেবীর কৃপা আর রইল না রাবণের উপরে। প্রশস্ত হল তাঁর বধের পথ। 'অতি দর্পে হত লঙ্কা' এর সঙ্গেই এসে পড়ে, মানস সরোবর থেকে আনা ১০৮টি নীলপদ্মের সেই কাহিনি। হনুমানের এনে দেওয়া পদ্মগুলি দেবীর উদ্দেশে অর্পণ করতে গিয়ে রামের নজরে পড়ল একটি পদ্ম কম। তখন তিনি নিজের নীলপদ্মের মতো চোখ দেবীকে নিবেদন করতে চাইলেন। এর পর? কৃত্তিবাস বলছেন, "চক্ষু উৎপাটিতে রাম বসিলা সাক্ষাতে।/ হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে।।/ কর কি কর কি প্রভু জগৎ গোঁসাই।/ পূর্ণ তোমার সংকল্প চক্ষু নাহি চাই।।" এরপর দেবীর বরপ্রাপ্ত রামের পক্ষে রাবণকে বধ করা ছিল কেবলই সময়ের অপেক্ষা। বসন্তকালের বদলে শরৎকালে দেবীর সেই পুজোই আজকের দুর্গাপুজোর কাহিনি। যা বাল্মীকি রামায়ণে নেই। পরে সংযোজিত হয়েছে। আবার অকালবোধনে রাবণের পৌরোহিত্যের কাহিনিও একই ভাবে ঢুকে পড়েছে কোনও কোনও রামায়ণের কাহিনিতে। আসলে রামায়ণের নানা সংস্করণ ছড়িয়ে রয়েছে। এই বিভিন্ন সংস্করণগুলির কথা ভাবতে বসলে সত্যিই অবাক হতে হয়। চেনা কাহিনি বদলে বদলে গিয়েছে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতির আঁচে! রামায়ণ-মহাভারতের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'এত বড়ো বৃহৎ দুইটি গ্রন্থ, আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষ-জোড়া দুইটি কাব্য, তাহাদের নিজের রচয়িতা কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে কবি আপন কাব্যের এতই অন্তরালে পড়িয়া গেছে।' এভাবেই মহাকাব্য দেশের ভিন্ন সংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

মা উমা

মনচলি চক্রবর্তী

বর্ষা শেষে কালো মেঘ সব মুছে শরৎ এসেছে।মায়াবী শরতের সোনালী রোদের ছোঁয়ায় নদীর তীরেতে কাশ ফুল আর কোমলের গায়ে নতুন রঙের পরশ মেখেছে। শরতের রানী নতুন রূপে সেজে মায়ের আগমনীর পশরা সাজিয়েছে।

নদীর পাশেই ছোট্ট গ্রাম বকুলপুর। প্রকৃতি উজার করে সাজিয়েছে তাকে।গ্রামের শেষ প্রান্তে উমাদের বাড়ি। ছোট্ট দুষ্টু মেয়ে উমা। বয়স তার নয় হবে। উমার বাবা কৃষিকাজ করে আর মা ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকে।দাদুও উমার বাবার সাথে কৃষিকাজে যায়।ঠাকুমা গরু, ছাগল, হাঁসগুলোকে দেখাশুনা করে।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উমা পড়াশুনা করে। পড়াশেষে বাড়িতে ফিরেই নদীর ধারে,মাঠে,পুকুর ঘাটে,ধান খেতে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।ঘরে তার মন টিকে না। সারাদিন ছুটে ছুটে বেড়ায়।

শরতকাল এসেছে মায়ের আগমনী সুর বাজছে চারদিকে। সামনেই মহালয়া এর পর দুর্গা পূজা।সবার মনেই আনন্দ।

উমা দাদুর কাছে বায়না ধরলো এবার পূজায় রূপোর নূপুর লাগবে ওর। দাদু হেসে বলে- দেখি সোনামণি আসুক না পূজা। উমা বলে- না দাদু এবার আমার লাগবেই নূপর। আমি পুজোয় পায়ে দিয়ে ঘুরবো।আলতা পরবো, শাড়ি পরবো।পুজো দেখবো তোমাদের সাথে। সব শুনে ঠাকুমা মুচকি হাসি দিয়ে বলে - এবার রূপোর নূপুর না দিলে রক্ষে নেই মনে হয়। মনে পূজার আনন্দ নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে শিশু উমা। পূজার আর দুদিন বাকি আছে। ছোট্ট গ্রাম সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বাস হলেও আনন্দ সবার হৃদয় জুড়ে। উমার বাবা দুপুরে কৃষিকাজ শেষ করে নদীর ধারের একটা গাছের ছায়ায় খানিক সময়ের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছিলো।এমন সময় দেখে কাশফুলের ধার দিয়ে কাশফুল হাতে

নিয়ে উমা খেলা করে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট উমা লাল শাড়ি,পায়ে আলতা পরে নূপুর পায়ে দিয়ে বাবার দিকেই আসছে। বাবা তো অবাক এখানে উমা কি করে এলো। শাড়ি আর রূপোর নূপুর কে দিলো উমাকে? ভাবতে ভাবতে উমা উমা বলে ডেকে উঠলো। উমা হাসতে হাসতে বাবার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেলো। বাবা অনেক ডাকলেও উত্তর দিলো না সে। কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে উমার বাবা বাড়িতে ফিরে আসবে বলে উঠে দাড়ালো। হঠাৎ তার চোখে পরলো গাছের নিচে জোড়া রূপোর নূপুরগুলো উমার পা থেকে খুলে হয়তো পরে গেছে।

উমার বাবা উমার পায়ের নূপুর গুলো হাতে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো। এসে উমার মায়ের হাতে দিয়ে বললো ,আমি তো বলেছিলাম আমি ব্যবস্থা করে নূপুর এনে দেবো। তুমি নূপুর এনে উমার পায়ে পরিয়ে দিলে আর সে নূপুরগুলো ফেলে রেখে এসেছে গাছের তলায়।আমি পেয়ে নিয়ে এলাম। উমার মা তো উমার বাবার কথা শুনে অবাক। সে বলে উঠলো আমিতো নূপুর এনে দেই নি, আর উমা কোথায় যাবে ও তো আজ সারাদিন ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে ঘরে। উমার মায়ের কথা শুনে উমার বাবার শরীরে শিহরণ জেগে উঠল। সে সব কথা বাড়ির সবার কাছে খুলে বললো। সব শুনে উমার মা আনন্দে চোখের জল ফেলে বললো, মা যে আমাদের কন্যাসন্তানের মাঝেই আছে। মা মহামায়া উমার সাজে তোমায় দেখা দিয়ে গেলেন।আর আমার উমার জন্য আশীর্বাদ রেখে গেলেন রূপোর নূপুর। মা দুর্গা সব কন্যাসন্তানদের মধ্যে আমার উমার মধ্যেও বিরাজমান। আমরা দেখতে পাই না,বুঝতে পারি না।

উমার বাবা এক অব্যক্ত অনুভূতি নিয়ে আনন্দে ঘরে গিয়ে মেয়ে উমার পায়ে নূপুর জুড়া মায়ের আশীর্বাদ ভেবে পড়িয়ে দিলেন। উমার পা দুটো দেখে মনে হলো কাশফুল হাতে নেওয়া উমা মা যেনো ঘুমিয়ে আছে তার কুঁড়েঘর আলো করে।

মাইক্রোপ্লাস্টিক

তামান্না ফেরদৌস

মাইক্রোপ্লাস্টিক হচ্ছে প্লাস্টিকের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ। ২ থেকে ৫ মাইক্রোমিটার আকারের প্লাস্টিককে মাইক্রোপ্লাস্টিক বলা হয়। মাইক্রোপ্লাস্টিক সাধারণত নারডল নামে পরিচিত। নিত্যব্যবহার্য প্লাস্টিক বর্জ্য, কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে মিশে থাকা প্লাস্টিক প্রতিনিয়ত মিশছে পরিবেশে। তাপমাত্রা, অণুজীব এবং নানা কারণে এসব প্লাস্টিক ভেঙে পরিণত হচ্ছে ক্ষুদ্র প্লাস্টিকে বা মাইক্রোপ্লাস্টিকে। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতিসংঘ পরিবেশ সম্মেলনে সামুদ্রিক প্লাস্টিক বর্জ্যদূষণ শীর্ষ ১০ জরুরি পরিবেশগত সমস্যাগুলোর একটি হিসেবে একে তালিকাভুক্ত করা হয়। ২০১৫ সালে দ্বিতীয় জাতিসংঘ পরিবেশ সম্মেলনে মাইক্রো প্লাস্টিকদূষণ পরিবেশ এবং পরিবেশবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক সমস্যা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ও ওজোন হ্রাসের পাশাপাশি মাইক্রোপ্লাস্টিক একটি বড় বৈশ্বিক পরিবেশগত সমস্যা হয়ে উঠেছে।

আকারে ক্ষুদ্র হওয়ায় এসব মাইক্রোপ্লাস্টিক মাটি, পানি বা বাতাসের সঙ্গে সহজেই মিশে যাচ্ছে। এর ফলে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের বাস্তুসংস্থান। নদীর স্রোত, বৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে এসব মাইক্রোপ্লাস্টিক পুকুর, নদী ও সমুদ্রে গিয়ে জমা হচ্ছে। খাবারের সামুদ্রিক ও স্বাদুপানির মাছের পেটে চলে যাচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। ফলে সহজেই প্রাকৃতিক খাদ্যশৃঙ্খলে ঢুকে পড়ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম স্তরের খাদককে দ্বিতীয় স্তরের খাদক ভক্ষণ করে; দ্বিতীয় স্তরের খাদককে তৃতীয় স্তরের খাদক ভক্ষণ করে; তৃতীয় স্তরের খাদককে সর্বোচ্চ স্তরের খাদক ভক্ষণ করে। এভাবে খাদ্যশৃঙ্খলের পর্যায়ক্রমিক পরিক্রমায় মাইক্রোপ্লাস্টিক মানবদেহে প্রবেশ করছে। ফলে মাইক্রোপ্লাস্টিক মানবস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে দিনে দিনে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি যৌথ গবেষণা চালান। গবেষণার শিরোনামটা ছিল 'বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রজাতির ওপর মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ'। চলমান এ গবেষণায় জানা যায়, বঙ্গোপসাগর থেকে আহরিত বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও অণুজীবের পেটে ক্ষুদ্র আকারের প্লাস্টিক বা মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত আন্তসীমান্ত নদী দিয়ে এবং চীন, ভারত, মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান থেকেও প্লাস্টিক বর্জ্য এসে পড়ছে আমাদের বঙ্গোপসাগরে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক মাৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হারুনুর রশীদ বলেন 'আমরা যেখানেই প্লাস্টিকের দূষণ করি না কেন, তা সাগরে গিয়ে পৌঁছায়। সমুদ্রে প্লাস্টিকদূষণের পর তা জলের তোড়ে দীর্ঘদিন ধরে ভাঙে। ভাঙা অংশগুলো আবার সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভেঙে ন্যানো, মাইক্রো ও ম্যাক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়। এই ভাঙনের ফলে সৃষ্ট প্লাস্টিকের কিছু উপাদান (ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য যেমন বিসফিনলে নির্গত হয়) মানুষের দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই সব মাইক্রোপ্লাস্টিক সামুদ্রিক মাছসহ বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সুতরাং এসব মাইক্রোপ্লাস্টিক সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জুলফিকার আলী বলেন, 'বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের অর্থায়নে পরিচালিত এই গবেষণায় বাঁকখালী নদীর মোহনা ও সোনাদিয়ার পাশে সমুদ্রের উপরিভাগের পানি থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিকের স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়েছে। লাবণী পয়েন্ট সৈকতের ও কাঁকড়া বিচের বালুতে প্লাস্টিকের দূষণ নির্ণয় করা হয়েছে এবং অপরিশোধিত ও পরিশোধিত খাওয়ার লবণে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ পরীক্ষা করা হয়েছে।' এ প্রসঙ্গে গবেষক দলের প্রধান হারুনুর রশীদ আরও বলেন, 'বাঁকখালী নদীর মোহনায় পানির উপরিভাগে ভাসমান অবস্থায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২০ হাজারের বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মহেশখালী, টেকনাফ ও শাহ পরীর দ্বীপ থেকে সংগৃহীত অপরিশোধিত লবণে কেজিতে প্রায় ১ হাজারটি এবং পরিশোধিত লবণে প্রতি কেজিতে পাওয়া গেছে ৭০০ থেকে ৯০০টি মাইক্রোপ্লাস্টিক।'

মাটিতে মিশ্রিত প্লাস্টিক বিভিন্ন ধরনের অণুজীব যেমন সিউডোমোনাস, নাইলন খাদক ব্যাকটেরিয়া, ফ্লাভো ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে ভেঙে মাইক্রোপ্লাস্টিকে রূপান্তরিত হয়। এর ফলে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। মিথেন গ্যাস হলো অন্যতম গ্রিনহাউস গ্যাস। এ ছাড়া ক্লোরিনযুক্ত প্লাস্টিক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নির্গত করে। যেহেতু প্লাস্টিক মাটিতে পচতে সময় লাগে প্রায় ৪০০ বছর, সুতরাং এটা একদিকে মাটির উর্বরতা নষ্ট করছে, অন্যদিকে এটি ভূগর্ভস্থ পানি ও ভূপৃষ্ঠীয় পানির সঙ্গে মিশে পানিকে দূষিত করছে। প্লাস্টিক দূষিত অবস্থায় প্রবেশ করছে আমাদের খাদ্যচক্রে।

লন্ডনের কিংস কলেজের এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ গ্রুপের অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক কেলির দাবি, বাতাসেও মিশে এসব মাইক্রোপ্লাস্টিক বায়ুদূষণ করছে। কিন্তু বাতাসে এর ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়নি। বাতাসে মাইক্রোপ্লাস্টিকের অন্যতম একটি উৎস সম্ভবত ফসলি জমিতে ব্যবহৃত সার। এসব সার শুকিয়ে গেলে তাতে থাকা মাইক্রোপ্লাস্টিক বাতাসে মিশে যায় বলে বিজ্ঞানীদের দাবি। এমনকি সিনথেটিক কার্পেট ও কাপড় থেকেও মাইক্রোপ্লাস্টিক বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের নিত্যব্যবহার্য কসমেটিক, ডিটারজেন্ট, ফেসওয়াশ, স্ক্রাব, ক্রিম ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। এমনকি টুথপেস্টেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব মাইক্রোপ্লাস্টিক কোনো প্লাস্টিক থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি মাইক্রোপ্লাস্টিক নয়, বরং ইঞ্জিনিয়ারিং উপায়ে তৈরি করা মাইক্রোপ্লাস্টিক, যা এসব পণ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব পণ্য ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন আমাদের স্বাঁস্থ্যঝুকি বাড়ছে, অন্যদিকে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এসব কসমেটিক ব্যবহারের পর তা পানির সঙ্গে মিশে ভেসে যাচ্ছে খাল, নদী কিংবা সমুদ্রে। বর্তমানে অনেক বোতলজাত পানিতেও পাওয়া গেছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। এ ছাড়া টি-ব্যাগের চায়ে মিশে যেতে পারে মাইক্রোপ্লাস্টিক। সাধারণত টি-ব্যাগ প্রাকৃতিক ফাইবার দিয়ে তৈরি হলেও তা এঁটে দিতে ব্যবহার করা হয় প্লাস্টিক। উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে এসব থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিক চায়ে ছড়িয়ে যেতে পারে। প্রায় ৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফুটন্ত পানিতে ১১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ন্যানোপ্লাস্টিক তথা সেকেন্ডারি মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতির কথা জানিয়েছেন কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। এ ছাড়া কাপড়ে ব্যবহৃত সিনথেটিক ফাইবার যেমন পলিইস্টার, নাইলন প্রভৃতিতেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দুর্গাপূজা : ৩ হাজার টন বাংলাদেশের ইলিশ ভারতে

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।। হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাংলাদেশ ভারতে প্রায় তিন হাজার মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানি করবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, টানা তিন বছর ধরে দুর্গাপূজার সময় আমরা সৌজন্যের নিদর্শন হিসেবে ভারতে ইলিশ রপ্তানি করে আসছি।

মোট ৬০টি বেসরকারি কোম্পানি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে দুর্গাপূজার সময় এ চালানগুলো রপ্তানির অনুমোদন পেয়েছে। প্রত্যেকে সর্বোচ্চ ৫০ টন ইলিশ রপ্তানি করবে। তবে সরকার ৭ অক্টোবর থেকে ২২ দিন ইলিশ মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করায় মন্ত্রণালয় সর্বশেষ আদেশে রপ্তানির সময়সীমা পূর্ববর্তী নির্ধারিত সময়সীমার ৩০ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়েছে। আদেশে বলা হয়, রপ্তানি অনুমতি অন্য কোনো কোম্পানিকে হস্তান্তরের করা যাবে না বা কোনো ধরনের সাব-কন্ট্রাক্ট করা যাবে না। শুধুমাত্র অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ইলিশের চালান রপ্তানি করতে পারবে।

২০২১ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রায় ২০০টি কোম্পানির আবেদনের বিপরীতে ভারতে চার হাজার ৬০০ টন ইলিশ রপ্তানির জন্য ১১৫টি সংস্থাকে অনুমোদন দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র এক হাজার ১০০ টন রপ্তানি হয়। ২০২০ সালে প্রায় এক হাজার ৪৫০ টন ভারতে রপ্তানি করা হয়েছিল এবং সে বছর ১৮টি সংস্থা অনুমতি পায়। ২০১৯ সালে শুধুমাত্র একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অনুমতি পেয়েছিল এবং এটি ৫০০ টন মাছ রপ্তানি করেছিল।

রপ্তানি নীতিমালার আদেশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে ইলিশ রপ্তানি নিষিদ্ধ। তবে প্রতি বছর দুর্গাপূজার আগে দেশের বিপুল সংখ্যক রপ্তানিকারক ভারতে ইলিশ পাঠানোর অনুমতি চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিস্তার পানি বণ্টন চুক্তির বিরোধিতা করার পর সরকার ২০১২ সালে রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে, সাত বছর বন্ধ রাখার পর মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে দুর্গাপূজার আগে শর্তসাপেক্ষে ভারতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেয়।

দুর্গাপূজা : সম্ভাব্য জঙ্গি হামলা নস্যাৎ করতে বাংলাদেশ পুলিশ প্রস্তুত

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম বলেছেন, আসন্ন দুর্গাপূজাকে ঘিরে সম্ভাব্য জঙ্গি হামলা নস্যাৎ করতে বাংলাদেশ পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে নেওয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ডিএমপি কমিশনার এ মন্তব্য করেন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা আগামী ১ অক্টোবর থেকে মহাষষ্ঠীর বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হবে এবং ৫ অক্টোবর প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। এ বছর রাজধানীতে ২৪১টিসহ সারাদেশে ৩২,১৬৮টি মণ্ডপে (প্যান্ডেল) দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। ডিএমপি কমিশনার বলেন, আমাদের কাছে তথ্য আছে, ৫০ যুবক জঙ্গি হামলার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে গেছে। তারা বিভিন্ন পূজামণ্ডপে হামলার জন্য ট্রেনিংও করছে, এগুলোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে। যেকোনো সম্ভাব্য জঙ্গি হামলার কথা মাথায় রেখে পুলিশ কাজ করছে বলে জানান তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। ছবি নিজস্ব।

ঘাটতি রয়েই গিয়েছে, দিল্লি থেকে পাকাপাকিভাবে বিদায় নিয়েছে বর্ষা

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লি থেকে পাকাপাকিভাবে বিদায় নিয়েছে বর্ষা। জানাল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। তবে, এবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সৌজন্যে অত্যন্ত কম বৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে পিছু হটতে শুরু করে বর্ষা এবং এক সপ্তাহের মধ্যে দিল্লি থেকে প্রত্যাহার করে। ভারতের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পঞ্জাব থেকে সরে গিয়েছে; জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু অংশ, হিমাচল প্রদেশ, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা এবং রাজস্থান এবং পুরো দিল্লি থেকে বিদায় নিয়েছে। সফদারজং অবজারভেটরি (দিল্লির প্রাথমিক আবহাওয়া কেন্দ্র) জানিয়েছে, এই বর্ষা মরশুমে ৫১৬.৯ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা গত বছরের বৃষ্টিপাতের অর্ধেকেরও কম (১১৬৯.৪ মিলিমিটার)। চলতি বর্ষা মরশুমে রাজধানীতে সামগ্রিকভাবে ১৯ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়েছে।

নবরাত্রির চার দিনে মা বৈষ্ণোদেবীর দরবারে পৌঁছেছেন প্রায় দেড় লক্ষ ভক্ত

কাটরা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শারদীয়া নবরাত্রির প্রথম চার দিনে প্রায় ১.৪৫ লক্ষ ভক্ত মা বৈষ্ণো দেবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছেন। অনুমান করা হচ্ছে এই নবরাত্রিতে প্রায় ৩ লক্ষ ভক্ত মায়ের দর্শনে উপস্থিতি থাকতে পারবেন। বৃহস্পতিবার যাত্রী নিবন্ধন কক্ষ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রথম নবরাত্রিতে ৪২ হাজার ভক্ত বৈষ্ণো দেবী ভবনে প্রণাম করেন। দ্বিতীয় নবরাত্রিতে ৩৮,২১৬ ভক্ত বৈষ্ণোদেবী দরবারে পৌঁছেছিলেন। বুধবার তৃতীয় নবরাত্রিতে ৩৪,১১৫ ভক্ত এবং বৃহস্পতিবার প্রায় ৩২ হাজার পুণ্যার্থী মা বৈষ্ণোদেবীর দরবারে মা ভগবতীর প্রাকৃতিক দর্শনে রওনা হয়েছেন।

কংগ্রেস সভাপতি পদে শুক্রবার মনোনয়ন পেশ শশীর, দেখা করলেন প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিগ্বিজয়ের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস সভাপতি পদে শুক্রবার, ৩০ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন জমা দেবেন শশী থারুর। ওই দিনই কংগ্রেসের শীর্ষ পদের জন্য মনোনয়ন জমা দেবেন দ্বিগ্বিজয় সিংও। তার আগে বৃহস্পতিবার দেখা করলেন কংগ্রেস সভাপতি পদের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। দ্বিগ্বিজয়কে শুভেচ্ছা জানিয়ে শশী থারুর টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমি কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য তাঁর প্রার্থিতাকে স্বাগত জানাই। আমরা উভয়েই একমত হয়েছি যে আমাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোনও লড়াই নয় বরং সহকর্মীদের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমরা শুধু চাই যেই বিজয়ী হোক, কংগ্রেস জিতবে!' উল্লেখ্য, কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের দৌড়ে ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটও। কিন্তু বৃহস্পতিবার গেহলট জানান, রাজস্থানের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের কারণে কংগ্রেস সভাপতি পদের নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। যাইহোক, কংগ্রেস সভাপতি পদের নির্বাচনে লড়ছেন শশী থারুর ও দ্বিগ্বিজয় সিং। শুক্রবার উভয়েই মনোনয়ন জমা দেবেন।

পুনেতে পথ দুর্ঘটনায় রিকশা উল্টে হত এক, আহত তিন

পুনে, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার সকালে পুনে জেলার হাদপসার এলাকায় পুনে-সোলাপুর সড়কে রবিদর্শনের সামনে একটি সিমেন্ট মিক্সারের গাড়ি অনিয়ন্ত্রিতভাবে একটি গাছের সাথে ধাক্কা মেরে একটি রিকশার উপর পড়ে যায়। এ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয় ও আহত হয় আরও তিনজন।পুলিশ জানিয়েছে, ভোর সাড়ে ৫টার দিকে একটি সিমেন্ট মিক্সার গাড়ি সোলাপুর থেকে পুনে যাচ্ছিল। এদিকে সোলাপুর রোডে রবিদর্শনের সামনে বিলাসবহুল ও এসটি বাস স্টপের কাছে ভুল দিক দিয়ে আসছিল এক বাইক আরোহী। বাইকটিকে বাঁচাতে গিয়ে ট্রাক চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা দিলে ট্রাকটি রিকশার ওপর উল্টে যায়। এ ঘটনায় ঘটনাস্থলেই রিকশায় থাকা এক ব্যক্তি নিহত ও তিনজন আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্রেনের সাহায্যে সিমেন্ট মিক্সার গাড়িকে সরিয়ে নেয়। আহতদের জেলা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে গিয়ে দেখা করলেন অশোক গেহলট

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে বৃহস্পতিবার ১০ জনপথে কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। যদিও তিনি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি। তবে কংগ্রেস সূত্র বলছে, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য গেহলটকে ডেকেছেন সোনিয়া গান্ধী। রাজনৈতিক অস্থিরতার আগে মনে করা হয়েছিল যে অশোক গেহলট কংগ্রেস সভাপতি পদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন, তবে এখনও পর্যন্ত গেহলটের মনোনয়ন সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা দিগ্বিজয় সিং আজ মিডিয়ার সাথে একটি কথোপকথনে বলেছেন, তিনি কংগ্রেস সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দেবেন।

উল্লেখ্য, দিল্লি পৌঁছানোর আগে অশোক গেহলট সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথোপকথনে বলেছিলেন যে রাজস্থান কংগ্রেস নিয়ে মিডিয়ায় যা কিছু চলছে তা ছোটখাটো ঘটনা। আমরা দলের জাতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর অনুশাসনে কাজ করে যাব।

কোভিড টিকাকরণের অমৃত মহোৎসব শেষ হচ্ছে শুক্রবার, প্রিকশন ডোজ নিতে আর্জি সরকারের

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কোভিড টিকাকরণের অমৃত মহোৎসব অভিযান শেষ হচ্ছে শুক্রবার, ৩০ সেপ্টেম্বর। একদিন আগে সমস্ত দেশবাসীর কাছে বিনামূল্যে প্রিকশন ডোজ নেওয়ার আবেদন জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার কোভিড টিকাকরণ অমৃত মহোৎসব অভিযানের শেষ দিন, তার আগে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক যোগ্য সুবিধাভোগীদের বিনামূল্যে প্রিকশন ডোজ নিতে নিকটস্থ সরকারি টিকা কেন্দ্রগুলিতে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছে।

জাতীয় কোভিড টিকাকরণ অভিযানের অংশ হিসাবে প্রিকশন ডোজকে উৎসাহিত করার জন্য এই বছরের ১৫ জুলাই ৭৫ দিনের অভিযানের সূচনা হয়েছিল। অভিযানের অধীনে, ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য সমস্ত সরকারি কোভিড-১৯ টিকা কেন্দ্রে বিনামূল্যে প্রিকশন ডোজ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২০ কোটি ৮৮ লক্ষ প্রিকশন ডোজ সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে।

সাবেকি ধাঁচের প্রতিমা জার্মানির এরলাঙ্গেনে

এরলাঙ্গেন, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তিন বছরে পা দিল জার্মানির এরলাঙ্গেনের "দুর্গাভিলে"। একেবারে সাবেকি ধাঁচের প্রতিমা গড়ে চলে মা দুর্গার আলোচনা। মাত্র তিনটি বঙ্গ পরিবার ও কয়েক জন বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা একেবারে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন। শুভানুধ্যায়ীদের তালিকা ইতিমধ্যেই দুই হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। এ বার উদ্যম একটু বেশির দিকে। কারণ জার্মানির ভারতীয় দূতাবাসেহ এই পুজোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছেন এরলাঙ্গেনের মেয়র। মা হচ্ছেন একচালা। "দুর্গাভিলে"-তে এসে আপনি ঠিক তেমন মায়ের মুখ ও সজ্জা দেখতে পারবেন। কারণ এখানেও যে গত দু"বারের মতো সাবেকি প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। সঙ্গে ডাকের সাজ। এবং মা দুর্গা ছাড়া কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, স্বরস্বতি সব মাটি দিয়েই তৈরি হচ্ছে। প্রতিমা গড়ার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন দীপঙ্কর সরকার। তাঁর কথায়, "জার্মানিতে এক টুকরো কলকাতা কিংবা বাংলাকে তুলে আনাই আমাদের লক্ষ্য। বিভিন্ন দেশে বাঙালিরা পুজো করার জন্য কুমোরটুলি থেকে মা দুর্গা উড়িয়ে আনেন। তবে আমরা আলাদা নজির গড়ার জন্য নিজেরাই মাটির মূর্তি গড়ছি। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় ঠাকুর বানাতাম। অনেক বছর পর ফের ঠাকুর বানিয়ে যেন নিজের ছোটবেলায় ফিরে গেলাম। কলকাতা থেকে সাজগোজ তৈরি করেছি। রথযাত্রার দিন কাঠামো পুজোর পর মহালয়ার দিন মায়ের চক্ষু দান করেছি। এখন আমাদের প্রস্তুতি জোরদার এগোচ্ছে।" এবার যেহেতু এরলাঙ্গেনের থিম সাবেকি, তাই গোটা প্যান্ডেলে পেপার কাটিং-এর সাহায্যে ৮০টি মায়ের মুখ তৈরি করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে ব্যস্ততা একেবারে তুঙ্গে। প্রসঙ্গত, জার্মানির বাভারিয়া প্রদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর এই এরলাঙ্গেন।

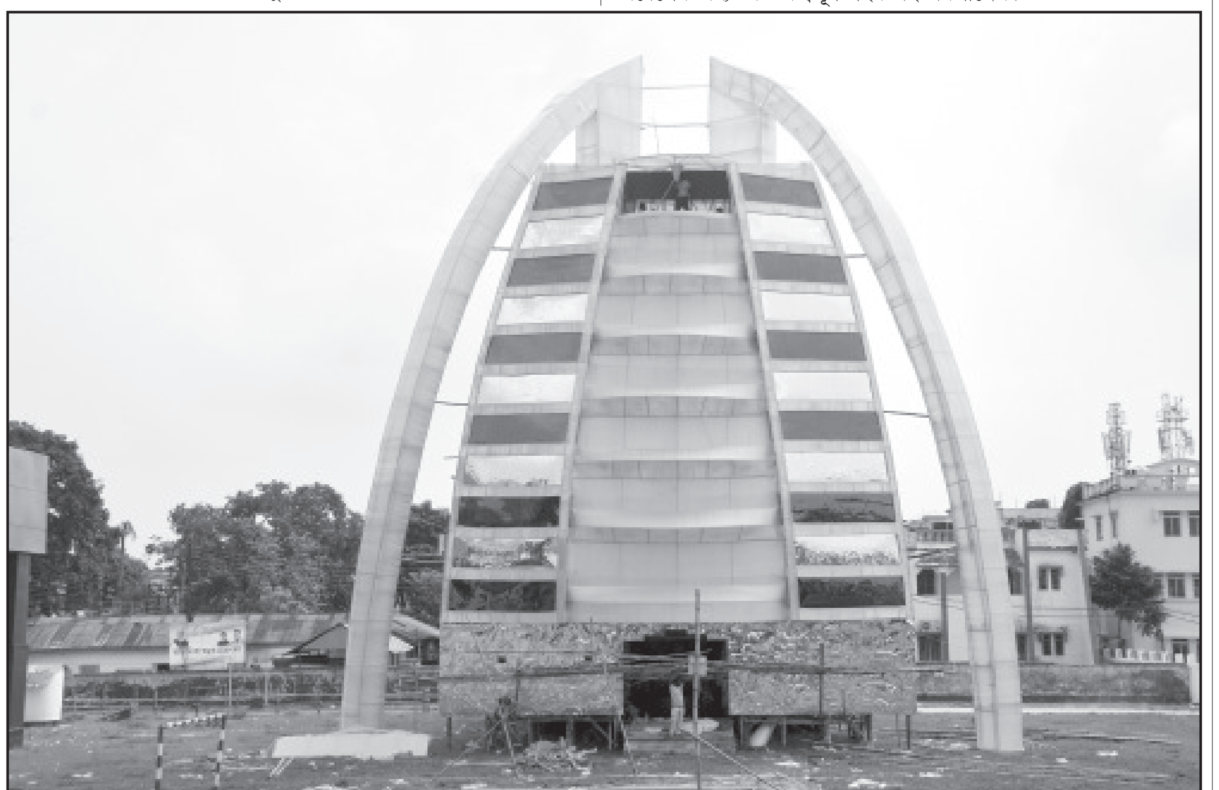
আগরতলায় আস্তাবলস্থিত পোলস্টার ক্লাবের পূজা প্যান্ডেল। ছবি নিজস্ব।

৩.২০ কেজি মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত মুম্বই বিমানবন্দরে, গ্রেফতার দুই বিদেশী

মুম্বই, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি) মুম্বই বিমানবন্দরে ৩.২০ কেজি মাদকদ্রব্য (হাই গ্রেড ব্ল্যাক কোকেন) সহ একজন বিদেশী মহিলাকে গ্রেফতার করেছে। এক বিদেশী মহিলার নির্দেশে গোয়া থেকে একজন মাদক পাচারকারীকেও গ্রেফতার করেছে এনসিবি। সূত্রের মতে, এনসিবির খবর অনুযায়ী বলিভিয়ার এক মহিলা ড্রাগ নিয়ে বিমানে মুম্বই থেকে পার্শবর্তী রাজ্যে পাঠানো হবে। এই তথ্যের পর মহিলাকে শনাক্ত করতে একটি দল গঠন করে এনসিবি। ২৬ সেপ্টেম্বর বিমানটি মুম্বই বিমানবন্দরে নামার পরই এনসিবি বলিভিয়া থেকে গোয়ায় ভ্রমণকারী বলিভিয়ান মহিলাকে আটক করে। মহিলাটি গোয়ার একটি কানেক্টিং ফ্লাইটে উঠতে যাচ্ছিলেন। এর পরে মহিলাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং তিনি উত্তর দিতে অস্বীকার করলে তার জিনিসপত্র তল্লাশি করা হয়। তল্লাশির সময় মহিলার ব্যাগ থেকে ১২টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর মহিলা স্বীকার করে প্যাকেটগুলি কালো কোকেনের এবং তাদের মোট ওজন ৩.২০ কেজি। ধৃত মহিলা এও স্বীকার করেন, তিনি এই মাদক গোয়ায় এক বিদেশীর কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। ওই মহিলার কথামত গোয়ার একটি হোটেলে জাল ফেলে নাইজেরিয়ান এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এনসিবি। নাইজেরিয়ান ব্যক্তিও একটি আন্তর্জাতিক মাদক সিন্ডিকেটের অংশ হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। এরপর বুধবার গভীর রাতে জিজ্ঞাসাবাদের পর এই দুই বিদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করে এনসিবি।

কংগ্রেস সভাপতি পদের নির্বাচনে না লড়ার সিদ্ধান্ত গেহলটের, বললেন দু"দিন আগের ঘটনায় হতবাক

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কংগ্রেস সভাপতি পদের নির্বাচনে লড়বেন না বলে জানিয়ে দিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। রাজস্থানের রাজনৈতিক সঙ্কটের কারণেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

একইসঙ্গে জানিয়েছেন, দু"দিন আগে যা হয়েছে তাতে আমরা হতবাক। বৃহস্পতিবার ১০ জনপথে গিয়ে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। সোনিয়ার সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, কংগ্রেস সভাপতি পদের নির্বাচনে লড়বেন না তিনি।

অশোক গেহলট বলেছেন, 'এক লাইন রেজুলেশন আমাদের ঐতিহ্য। দুর্ভাগ্যবশত, এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে রেজুলেশনটি পাস হয়নি। এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব ছিল, কিন্তু একজন মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আমি প্রস্তাবটি পাস করতে পারিনি। এই পরিবেশে আমি নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না।' তিনি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন কি-না এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, গেহলট বলেন, 'আমি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব না, কংগ্রেস প্রধান সোনিয়া গান্ধী এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।' গেহলট আরও বলেছেন, 'আমি কোচিতে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং তাঁকে (কংগ্রেস সভাপতি পদে) নির্বাচনে লড়তে অনুরোধ করেছি। যখন তিনি রাজি হননি, আমি বলেছিলাম তাহলে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। কিন্তু এখন সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে (রাজস্থানে রাজনৈতিক সঙ্কট) আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ, ৩০ সেপ্টেম্বর গান্ধীনগর মুম্বই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, ৩০ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) সবুজ পতাকা নেড়ে গান্ধীনগর ক্যাপিটাল-মুম্বই সেন্ট্রাল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য হল, ২০২৩ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে ৭৫টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা, বিশ্বমানের এই ট্রেন দেশের সমস্ত বড় শহরকে সংযুক্ত করবে। এর মধ্যে প্রথমটি গুজরাটের গান্ধীনগর এবং মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের মধ্যে শুরু হবে। উন্নত প্রযুক্তিতে সজ্জিত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি, দ্বিতীয় পর্বে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে স্লিপার কোচ থাকবে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন অনেক বেশ আপগ্রেড, যে কারণে ট্রেনের গতিও বেশি। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এই ট্রেন সম্পূর্ণ ভাবে তৈরি হয়েছে ভারতেই। এই ধরনের ট্রেন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে 'সেল্ফ প্রপেল্ড' ইঞ্জিন। অর্থাৎ, আলাদা করে নেই কোনও ইঞ্জিন। ট্রেনে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় দরজা। বসার ব্যবস্থা থাকবে বাতানুকূল। চেয়ারগুলি ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরানো যাবে। ২০২৩-এর ১৫ আগস্টের মধ্যে গোটা দেশে ৭৫টি বন্দে ভারত ট্রেন তৈরি করা হবে। তার পর তা দাপিয়ে বেড়াবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

বৃহস্পতিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবারও দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। ফলে টানা চারমাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেলেও অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।

বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

Notice Inviting e-Tender

Online E-tenders are invited on two-bid system from registered bona fide dealers / suppliers, manufacturers of Sports Goods having minimum annual turnover of Rs.50.00 (Fifty) Lakh each for the last 3(three) years (2019-20, 2020-21, 2021-22) for supplying sports goods for distribution to the Clubs of Tripura during the year 2022-23.

Sl. No	Name of item	Tender Value/ Estimated Cost	Completion Period	Document Download and Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date	Place of Bidding
1	1. Volleyball 2.Volleball net 3.Football 4.BadmintonRacket 5. BadmintonShuttle 6.Badminton net 7.Crfcket bat 8.C.Tennis ball 9.Carom Board 10. Kit bag	Rs. 200,00,000/-	30 days	27/09/2022 at 5:30 PM & 17/10/2022 at 05:00 PM	18/10/ 2022 at 11:30AM	As mentioned in https:// tripuratenders.gov.in

Tender document can be seen on website www.tenders.gov.in, and www.tripuratenders.gov.in. However, Bid can only be submitted on-line at the State Government e-Procurement Portal - www.tripuratenders.gov.in by uploading the relevant documents as specified by the Department.

Sd/- (S. B. Debbarma)
Director
Youth Affairs and Sports Department
Govt. of Tripura.

ICA-C-2418/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 16/EE/KD/2022-23 Date: 27.09.2022

SL. NO.	DNIT No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	CE(Buildings)/PWD/DNIT/ACE/ Project Unit/66/2022-23	Proposed Construction of 50 (fifty) Seated SC Girl's Hostel [G+1 storied] Building attached to Pablacherra H.S. School, Kumarghat, Unakoti District, Tripura under the scheme of 'Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojana' (BJRCY) under Centrally Sponsored Scheme (CSS) / SH: Building portion including internal water supply, Sanitary installation, Sewage & Drainage works / Ground floor only.	Rs.2,33,08,945.24	Rs.4,66,179.00	450 (four hundred fifty) Days	Up to 3.00 P.M. on 27.10.2022	At 4.00 P.M. on 27.10.2022

Details can be seen in the office of the Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura or through website https://tripuratenders.gov.in

ICA-C-2407/22

Executive Engineer
PWD(R&B), Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

মাইক্রোওয়েভে রান্না খেয়ে হতে পারে ক্যান্সার

রান্নাঘরে আধুনিকতার ছোঁয়া হলো মাইক্রোওয়েভ। এই ওভেন না থাকলে অনেক গৃহিণীর মনই ভরে না। একদিকে বাইরে থেকে আনা খাবার গরম করা, অন্যদিকে অল্প তেলে অথবা তেল ছাড়া রান্নার জন্য অনেকেই মাইক্রোওয়েভ ওভেনের দ্বারস্থ হন। কিন্তু জানেন কি, নিয়মিত মাইক্রোওয়েভে রান্না খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, আধুনিক জীবনে মাইক্রোওয়েভ অন্যতম নির্ভরতা হলেও এর ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ টানা উচিত। এই যন্ত্রে মাছ, মাংস, ডাল, যাই রান্না করা হোক না কেন, ডি-নেচারড হয়ে যায়। খাবারের কোন কোন খাদ্যগুণ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। আবার একনাগাড়ে মাইক্রোওয়েভে রান্না খাবার খেলে ক্যান্সারসহ নানা শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে।

পুষ্টিবিদদের মতে, মাইক্রোওয়েভে রান্না করাই হোক বা খাবার গরম করাই হোক- এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয় রেডিয়েশন। এটি আমাদের শরীরসহ পরিবেশেরও নানা ক্ষতি করে। অনেক সময় আমরা রেস্তোরাঁর খাবার এনে মাইক্রোওয়েভে গরম করে খাই। ডিপ ফ্রাই করা খাবার রেডিয়েশন দিয়ে গরম করলে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আরও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এই নিয়ে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে সুদীর্ঘ সমীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। রাশিয়ার বেশ কিছু জনগোষ্ঠী একটা সময়ে যাবতীয় রান্নাবান্না করত মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে। তখন অনেকেরই রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন কমে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা, চোখে ব্যথা, অনিদ্রা, সারাদিন ধরে ঘুম ঘুম ভাব।

এখানেই শেষ নয়, একই সঙ্গে পেটে ব্যথা, টেনশন, অ্যাংজাইটি, মনঃসংযোগের অভাব, হজমের গোলমালসহ নানা শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। একই সঙ্গে এত মানুষের অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন দেশটির শাসকদল। দ্রুত এক হাজার গবেষক শুরু করেন সমীক্ষা। তখনই ধরা পড়ে আসল সত্যিটা। তখন এই রোগের নাম দেওয়া হয় ''মাইক্রোওয়েভ সিকনেস''। এবার জেনে নিন মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যের কি কি ক্ষতি হতে পারে-

* মাইক্রোওয়েভে দুধ ফোটাবেন না। কারণ এতে দুধের মধ্যে থাকা কিছু প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি দুধে থাকা উপকারি অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবর্তিত হয়ে বিষাক্ত রাসায়নিকে রূপ নেয়। যা ক্যান্সার ডেকে আনে।

* মাইক্রোওয়েভে চিকেন বা মাটন রান্না সহজ ও সময় কম লাগার ফলে অনেকে মাইক্রোওয়েভ কুকিং পছন্দ করেন। কিন্তু মাংসে থাকা বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড ওভেনের পাল্লায় পড়ে ডি-নাইট্রোসোডিএস্থানল অ্যামিনস নামে বিষাক্ত যৌগ উতাদন করে, যা ক্যান্সারের শঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

* ডিপ ফ্রিজে রাখা রান্না করা সবজি এই ম্যাজিক মেশিনে গরম করলে উপকারী প্ল্যান্ট অ্যালকালয়েড বিষাক্ত পদার্থে পরিণত হয়। এটিও আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ ডেকে আনে। * বিট, গাজর, মুলার মত রুট ভেজিটেবলস মাইক্রোওয়েভে গরম করলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়, তেমনি ফ্রি র্যাডিক্যাল উতন্ন হয় যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

* খাবারে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মাইক্রোওয়েভের ফলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

* নিয়মিত মাইক্রোওয়েভের রান্না খেয়ে অ্যাপেন্ডিসাইটিস, গলস্টোন, বন্ধ্যাত্ব, ছানি এবং ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের প্রবণতা বাড়ে।

* মাইক্রো ওভেনের ফলে করোনারি আর্টারিতে (হার্টের রক্তবাহী ধমনি) চর্বির প্রলেপ পড়ার গতি বেড়ে যায় হু হু করে। ফলে হার্টের অসুখ এবং আচমকা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে।

* হজমক্ষমতা একেবারে কমে যায়, লাগাতার বদহজম চলতেই থাকে। * নিয়মিত মাইক্রোওয়েভের রান্না খেলে লসিকাগ্রন্থির কর্মক্ষমতা কমে যায়। লসিকা আমাদের শরীরকে কয়েকটি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। তাই এই যন্ত্রের ব্যবহার লসিকার কার্যক্ষমতা কমিয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। মাইক্রোওয়েভের খাবার খেলে অন্ত্র এবং পাকস্থলীর ক্যান্সারের প্রবণতাও বাড়ে। * লাগাতার মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারে আমাদের মস্তিস্কের তরঙ্গকে ওলটপালট করে দেয়। এতে নার্ভ ও মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দেয়। আর এর প্রভাবে মানসিক স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে। স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, স্থিরতা, ধৈর্য কমতে শুরু করে। শুরু হয় ডিপ্রেশন।

ক্যান্সারকে দূরে রাখতে নিয়মিত খেতে হবে বাদাম

পুষ্টিগুণে বাদাম অনন্য একটি ফল। বাদামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ই, ফাইবার, সেলেনিয়াম, ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যামাইনো অ্যাসিড, পটাশিয়াম এবং ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। এসব উপাদান মানব শরীরের নানা প্রয়োজন মেটায়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে মানব শরীরকে সুরক্ষাও দেয়।

বাদামের উপকারিতা সম্পর্কে নিচে দেওয়া হলো.

হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, বাদামে উপস্থিত ফসফরাস শরীরে প্রবেশ করার পর এমন কিছু কাজ করে, যার প্রভাবে হাড়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তাই প্রতিদিন বাদাম খাওয়া শুরু করলে হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকবে।

মস্তিস্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: আমেরিকার অ্যান্ড্রুস ইউনিভার্সিটির গবেষকদের করা এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, বাদামে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই পরীক্ষার আগে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ম করে বাদাম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

ক্যান্সার দূরে থাকে: বাদামে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই। এটি ফ্যাট দ্রবীভূত একটি অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। কোষকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস সংক্রান্ত ক্ষতির থেকে রক্ষা করে। তাই ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমায়। ক্যান্সার প্রতিরোধ করার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটানোর মধ্যে দিয়ে নানাবিধ সংক্রমণকে দূরে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে বাদাম।

পুষ্টির ঘাটতি দূর হয়: বাদামে রয়েছে প্রায় ৩.৫ গ্রাম ফাইবার, ৬ গ্রাম প্রোটিন, ১৪ গ্রাম ফ্যাটসহ ভিটামিন ই, ম্যাঙ্গানিজ, ভিটামিন বি২, ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়াম। এই সবকটি উপাদানই শরীরকে সুস্থ রাখতে বিশেষ প্রয়োজনে লাগে।

কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে: শরীরে বাজে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় বাদাম। প্রতিদিনের ডায়েটে বাদামের অন্তর্ভুক্ত করলে হার্টের স্বাস্থ্য নিয়ে আর চিন্তায় থাকতে হবে না। আসলে বাদামে উপস্থিত বেশ কিছু কার্যকরী উপাদান শরীরে অন্দরে ভাল কোলেস্টরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই খারাপ কোলেস্টরলের মাত্রা কমতে শুরু করে। এছাড়া বাদামে প্রচুর পরিমাণ মনো-স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, থাকে ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিডও। কিন্তু কোনওরকম ট্রান্স ফ্যাট থাকে না। ফলে হার্ট অ্যাটাক কিংবা স্ট্রোকেরও আশঙ্কা কম থাকে।

ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকে: পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বলেন, বাদামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই মৌল। তাই ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ সঠিক থাকলে ইনসুলিনের সঠিক কার্যকলাপ বজায় থাকে।

ওজন নিয়ন্ত্রণের সহায়ক: বাদাম খাওয়ার পর ক্ষিদে একেবারে কমে যায়। ফলে মাত্রাতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়। সেই সঙ্গে শরীরে প্রয়োজন অতিরিক্ত ক্যালরি জমে ওজন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও কমে। বিপাকের হার বাড়িয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে চিনাবাদাম।

কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়: বাদামের ফাইবার শরীরের জন্য উপাদেয়। আর্জিনিন এবং হেলদি ফ্যাটের সঙ্গে এই ফাইবারের উপস্থিতি কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ রোগীদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। ফাইবারযুক্ত খাবার খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমে।

কোষের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: বাদামে থাকা প্রচুর মাত্রায় ভিটামিন ই শরীরের প্রতিটি কোণায় ছড়িয়ে থাকা কোষের কর্মক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে শরীরে, যাতে কোনো ক্ষতের সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। ফলে বয়স বাড়লেও শরীরের উপর এর কোনও প্রভাব পরে না।

হজম ক্ষমতার উন্নতি: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত জলে ভেজানো বাদাম খেলে দেহের অন্দরে বিশেষ কিছু এনজাইমের ক্ষরণ বেড়ে যায়, যার প্রভাবে হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটতে শুরু করে। সেই সঙ্গে গ্যাস-অম্বলের প্রকোপও কমে যায়। সবাই ভাজা বাদাম খেতে পছন্দ করেন। কিন্তু পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বলছেন, ভাজা বাদামের চেয়ে কাঁচা বাদামের পুষ্টিগুণ বেশি। আবার চিকিতকরা বলেন, বাদাম খান জলে ভিজিয়ে। অন্তত ৮-১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে বাদামের সম্পূর্ণ পুষ্টিগুণ লাভ করে শরীর।

সকালে খালি পেটে চা ক্ষতি হচ্ছে না তো?

অধিকাংশ মানুষেরই সকালে চা না হলে দিন শুরু হয় না। তবে চায়ের সঙ্গে অনেকেরই থাকে টা। আবার অনেকের খালি পেটেই পান করেন চা। আর এই খানি পেটে চা খাওয়া কী ভালো? ক্ষতি হচ্ছে না তো? ঘুম থেকে উঠেই একেবারে খালি পেটে চা খেতে নিষেধ করছেন চিকিৎসকরা। কী সমস্যা হতে পারে এর ফলে?

সকালে অনেকেরই অভ্যাস হলো খালি পেটে চা পান করা। সাম্প্রতিক কয়েকটি গবেষণা বলছে খালি পেটে চা পানের অভ্যাস শরীরের জন্য ক্ষতিকর। গরম বা শীতকাল বলে নয়, সব ঋতুতেই এই অভ্যাস ডেকে আনতে পারে নানা শারীরিক সমস্যা।

চা খাওয়ার আগে ভারী কিছু না খেলেও অন্তত চায়ের সঙ্গে একটি বিস্কুট খেয়ে নেওয়া জরুরি। ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে চায়ের কাপে চুমুক না দেওয়াই ভাল।

চায়ে ক্যাফিন নামক যৌগ আছে। খালি পেটে এই যৌগ পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে গ্যাসের পরিমাণ বাড়তে পারে। এর ফলে অনেক সময়ে আকস্মিক বমি বমি ভাব, বুক জ্বালার মতো উপসর্গ দেখা দেয়। দীর্ঘ দিন ধরে খালি পেটে চা পানের অভ্যাস গ্যাসের সমস্যাকে আরও মারাত্মক করে তুলতে পারে।

চায়ে থিয়োলিন নামে আর এক যৌগ থাকে। এই যৌগ শরীরে জলের পরিমাণ হ্রাস করে। ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় শরীরে জলের পরিমাণ এমনিই হ্রাস হয়। ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে চা খেলে সেই পরিমাণ আরও কমে যায়। এর প্রভাব পড়ে বৃক্কে।

চা খাওয়ার আগে অল্প কিছু খাবার বা তিন-চারটি বিস্কুট খেয়ে নিলে এই থিয়োফিলিন নামক যৌগ কিছুটা হলেও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাতে শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক থাকে। চিকিৎসকদের পরামর্শ, ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে কিছুটা জল খেয়ে নেওয়া জরুরি। কিছু ক্ষণ পর হালকা কোনও খাবার খেয়ে তার পর চায়ের কাপে চুমুক দিলে শরীর ও মেজাজ দু'টোই থাকবে ফুরফুরে।

যে ১২টি কারণে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম করে পনির খাওয়া উচিত

অনেকেই আছেন দুধ বা দই খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু শরীরকে বাঁচাতে এসব খাবার খুবই প্রয়োজন। এসব ভালো না লাগলে রোজ ডায়েটে রাখতে পারেন পনির মাখনি, মটর পনির, শাহি পনির অথবা পালক পনিরের মতো পদ। তা না হলে খুবই বিপদ। কারণ শরীরকে বাঁচাতে এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন পরে, যা দুধ অথবা দুগ্ধজাত খাবারেই বেশি মাত্রায় থাকে।

তাই তো দুধ-দইয়ে অরুচি থাকলে পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

একাধিক কেস স্টাডিতে দেখা গেছে ১০০ গ্রাম পনিরে রয়েছে কম করে ১৮.৩ গ্রাম প্রোটিন, ২০.৮ উপকারি ফ্যাট, ২.৬ গ্রাম মিনারেল, ১.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২৬৫ কেসিএল এনার্জি, ২০৮ এমজিএস ক্যালসিয়াম, ১৩৮ এমজি ফসফরাস এবং আরও কত কী! প্রসঙ্গত, এই সবকটি উপাদানই নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। বিশেষত একাধিক রোগকে দূরে রাখতে পনিরের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। পনির দিয়ে বানানো নানা পদ খাওয়া শুরু করলে সাধারণত শরীরের যে যে উপকারগুলি হয়, সেগুলি হল.

এনার্জির ঘাটতি দূর হয়: আজকাল কি কারণে-অকারণে বেজায় ক্লান্ত লাগছে? তাহলে বন্ধু রোজের ডায়েটে পনিরকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেরি করবেন না যেন! কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত পনির খাওয়া শুরু করলে শরীরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাবে এনার্জির ঘাটতি দূর হতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে শরীরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আর্থাইটিসের মতো রোগের কষ্ট কমে: পনিরে উপস্থিত ওমেগা থ্রী এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে জয়েন্টের সচলতা বৃদ্ধি পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি আর্থাইটিসের মতো রোগের প্রকোপও কমে। তাই তো বলি বন্ধু, যারা নানাবিধ হাড়ের রোগের শিকার, তারা পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততে ভুলবেন না যেন!

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে: অল্পতেই যাদের গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়, তারা নিয়মিত পনির খেলে দারুন উপকার পেতে পারেন। আসলে এই খাবারটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইজেশান প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই সঙ্গে কোষেদের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: শুনতে অবাক লাগলেও একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে পনিরে উপস্থিত পটাশিয়াম, হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতেও এই ডেয়ারি প্রডাক্টের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। তাই দীর্ঘদিন যদি হার্টকে চাঙ্গা রাখতে হয়, তাহলে নিয়মিত পনির খেতে ভুলবেন না যেন!

ফলেটের ঘাটতি মেটে: গর্ভাবস্থায় ভাবী মায়েদের শরীরের গঠনে এই উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু তাই নয়, দেহের অন্দরে লোহিত রক্ত কণিকার ঘাটতি দূর করতেও ফলেট বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই তো শরীরকে সুস্থ রাখতে এই উপাদানটির কোনও সময় যাতে ঘাটতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। আর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। কীভাবে? বেশ কিছু গবেষণা অনুসারে এই দুগ্ধজাত খাবারটির শরীরে মজুত রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফলেট, যা দেহের অন্দরে এই উপকারি উপাদানটির চাহিদা মেটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হাড় শক্তপোক্ত হয়: শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে একদিকে যেমন হাড় দুর্বল হতে শুরু করে, সেই সঙ্গে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। কারণ দুধে এই খনিজটি রয়েছে প্রচুর মাত্রায়, যা হাড়ের পুষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সমস্যাটা হল আপনি তো দুধ খেতে পছন্দ করেন না। তাহলে করবেন কী? সেক্ষেত্রে নিয়মিত পনির খাওয়া মাস্ট! কারণ দুধের মতো অত পরিমাণে না হলেও পনিরেও রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে এই খনিজটির ঘাটতি মেটাতে দারুনভাবে সাহায্য করে থাকে।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: পনিরে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং রাইবোফ্লেবিন ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরে যাতে এনার্জির ঘাটতি না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, রাইফ্লেবিনের পাশাপাশি পনিরে প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, থিয়ামিন, নিয়াসিন এবং ফলেট নামেও বিশেষ কিছু উপাদানের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই উাপাদানগুলি হজম কক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে, রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বাজে কোলেস্টরলের পরিমাণ কমাতে এবং হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়: পেশীর উন্নতিতে যেমন কাজে লাগে, তেমনি শরীরের অন্দরে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে ঠিক মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখে প্রোটিন। তাই তো দেহে যাতে এই উপাদানটি ঘাটতি কোনও ভাবেই না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর এই কাজটিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। তাই যাদের মাছ-মাংস খাওয়ার সেভাবে সুযোগ নেই, তারা পনির খাওয়া শুরু করতে পারেন। দেখবেন উপকার মিলবে।

ক্যান্সারের মতো রোগকে দূরে রাখে: পনিরে উপস্থিত ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি শরীরের অন্দরে এমন খেল দেখায় যে ব্রেস্টে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার সুযোগই পায় না। প্রসঙ্গত, হাওয়ার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের একদল গবেষক টানা ১৬ বছর ধরে এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষাটি চলাকালীন তারা লক্ষ করেছিলেন ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই দুটি উপাদান প্রচুর মাত্রায় রয়েছে পনিরে। তাই এই দুগ্ধজাত খাবারটি সপ্তাহে বার দুয়েক খেলে কী উপকার মিলতে পারে, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না।

ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে: অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি চিন্তায় রয়েছেন? তাহলে রোজের ডায়েটে পনিরের অন্তর্ভুক্তি মাস্ট! কারণ প্রটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে বহুক্ষণ পেট ভরা থাকে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। ফে ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না। প্রসঙ্গত, পনিরে লাইনোলেইক অ্যাসিড নামে একটি উপাদানও রয়েছে, যা শরীরের ইতি-উতি জমে থাকা মেদকে দ্রুত গলিয়ে ফেলতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ফলে দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া কোনও আশঙ্কাই থাকে না। ডায়াবেটিসের মতো রোগ দূরে থাকে: পনির রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম। এই খনিজটি শরীরের অন্দরে বিশেষ কিছু এনজাইমের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যা একদিকে যেমন হাড়ের গঠনে সাহায্য করে, তেমনি ব্রেন ফাংশনে উন্নতি ঘটায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রসঙ্গত, একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে ম্যাগনেসিয়ামের কারণে শরীরে ক্ষরিত হওয়া এনাজইমগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষণতার উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।দাঁত শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে: যেমনটা আগেও আলোচনা করা হয়েছে যে পনিরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে প্রবেশ করার পর হাঁড়কে যেমন শক্তপোক্ত করে, তেমনি দাঁতের স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে মুখ গহ্বর সংক্রান্ত একাধিক রোগকে দূরে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মনচলি চক্রবর্তী'র দুটি কবিতা

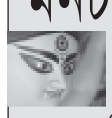

দশভূজা

নারী তুমি দশভূজা মহামায়া
স্নেহ, মমতা, ভালোবাসায় পূর্ণ তোমার কায়া
নারী তুমি গৃহিনী, তুমিই গর্ভধারিনী
জগৎ সংসার, গৃহ, সন্তান,তুমিই রক্ষাকারিনী
যদিও সদাই সবে ভাবে তাচ্ছিল্যে তুমি অতি সাধারন
প্রমান করেছো বারংবার তুমি অসাধারন চিরন্তন
সেই নারীই হয় প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত,বঞ্চিত
প্রতিবাদে গর্জে উঠো, উগড়ে দাও অভিমান যত সঞ্চিত
নারী তুমি ভুলতে দিও না এই জগৎ সমাজকে
তুমি প্রকৃতি, তুমিই শক্তি, মানবে সবাই নতমস্তকে।।

গৃহলক্ষ্মী

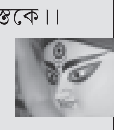

নব আনন্দ উৎসবে, ধুমধামে আড়ম্বরে
সেজে উঠে, মেতে উঠে, সবাই মর্ত্যের গৃহে গৃহে
মা লক্ষ্মীর আগমনে খুশীর জোয়ার উঠে
নির্মল উজ্জ্বল সাজে লক্ষ্মী বিরাজেন প্রতিটি গৃহের পূজার আসনে ,
ধন সম্পদ ঐশ্বর্য প্রাচুর্যে থাক মা সবার গৃহে
সুখ উথলে পড়ুক, ধন প্রাচুর্য বেড়ে উঠুক সবার জীবনে
গৃহলক্ষ্মী থাকুক অন্তঃপুরে
রাজলক্ষ্মী থাক তুমি রাজপুরে
বনলক্ষী থাকে বনের মাঝারে

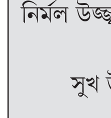

অলক্ষী থাকুক সদা গৃহের বাহিরে
প্রকৃত গৃহিনী থাকুক লক্ষ্মীরূপে
সবার অন্তর মাঝারে
মা লক্ষী মর্ত্যধামেতে

সুখ ঐশ্বর্য সদা রেখো তোমার চরনেতে
মনে প্রানে গৃহিনী লক্ষ্মীকে রেখো সমাদরে
কোজাগরী লক্ষ্মীর প্রকৃত আরাধনা হবে তাতেই এই সংসারে।

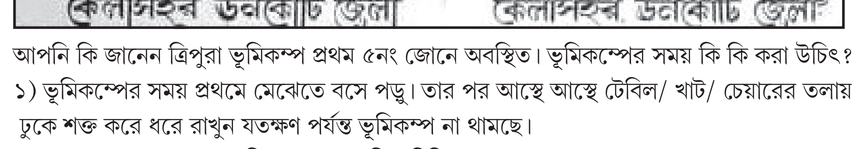

আপনি কি জানেন ত্রিপুরা ভূমিকম্প প্রথম ৫নং জোনে অবস্থিত। ভূমিকম্পের সময় কি কি করা উচিৎ?

১) ভূমিকম্পের সময় প্রথমে মেঝেতে বসে পড়ু। তার পর আস্থে আস্থে টেবিল/ খাট/ চেয়ারের তলায় ঢুকে শক্ত করে ধরে রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত ভূমিকম্প না থামছে।

২) ঘরের মধ্যে সব সময় ভূমিকম্পের প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম মজুত রাখুন।

৩) ভূমিকম্পর সময় অযথায় দৌড়া দৌড়ি না করে শান্ত থাকার চেষ্টা করবেন।

৪) ভূমিকম্প থেমে যাওয়ার পর খোলা মাঠে চলে যাবেন। ঘর থেকে বাহির হওয়ার সময় কোন প্রকার ধাক্কাধাক্কি করিবেন না।

৫) বহুতল বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় লিফট ব্যবহার করিবেন না।

৬) ভূমিকম্পের পর যদি কেও কোন প্রকার আঘাত পেয়ে থাকে নিকটবর্তী আগুন নিবাক দপ্তরের সাথে সাহায্য নিন।

৭) নিজের বাসগৃহ ভূমিকম্প রোধক প্রযুক্ত প্রয়োগ করে নতুন বাড়ি নির্মাণ করুন।

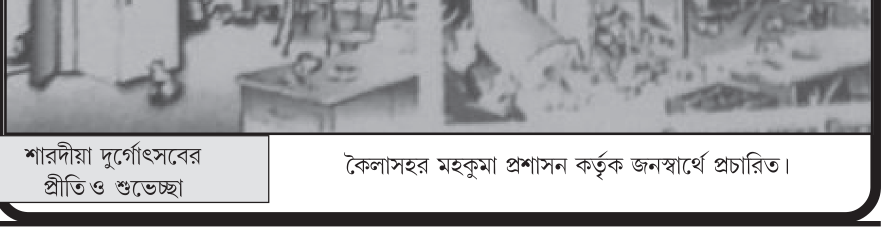

শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।

বৃহস্পতিবার ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে পালন করল ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোম। ছবি নিজস্ব।

অসমের ধুবড়িতে ব্রহ্মপুত্রের বুকে ভয়াবহ নৌকাডুবি, নিখোঁজ প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট সহ বহু

ধুবড়ি (অসম), ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়িতে ব্রহ্মপুত্রের বুকে ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় এখনও নিখোঁজ প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জু দাস সহ প্রায় ৭ জন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় সোয়া দশটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে ঘটনাটি।

ইতিমধ্যে রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র কয়েকটি দল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডুবুরিদের নিয়ে উদ্ধারকার্যে ঝাঁপিয়েছে। এদিকে ঘটনার অনুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এনডিআরএফ-এর জারিকৃত তথ্য অনুযায়ী, ইঞ্জিন-চালিত নৌকায় ছিলেন প্রায় ২৯ জন যাত্রী। এঁদের মধ্যে প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট তথা ধুবড়ির সার্কল অফিসার সঞ্জু দাস ও তাঁর দুই সহকর্মী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, সাধারণ নাগরিক সহ এখনও নিখোঁজ সাত জন। এদিকে উদ্ধারকৃতদের ধুবড়ি সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকার্যের পর্যবেক্ষণ করছেন জেলাশাসক আমবামাথুন এমপি সহ সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা।

জানা গেছে, লাটমণ্ডল নমেজ উদ্দিন এবং পিটার নামের এক সহকারী কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে আমিনের চর অঞ্চলে নদী ভাঙনের ফিল্ড ভেরিফিকেশনে গিয়েছিলেন ধুবড়ির সার্কল অফিসার সঞ্জু দাস। ভাসানিচরে তাঁরা অভিশপ্ত ইঞ্জিন চালিত নৌকায় চড়ে ধুবড়ি আসছিলেন। কিন্তু সকাল প্রায় সোয়া দশটা নাগাদ ব্রহ্মপুত্রের বুকে আয়রনজংলায় নির্মীয়মাণ ধুবড়ি-ফুলবাড়ি (মেঘালয়) সেতুর এলএনটি ট্যাপ-২-র একটি খুঁটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় নৌকাটির।

এদিকে, ঘটনা সম্পর্কে অনুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। দুর্ঘটনাটি সম্পর্কে বরপেটায় সাবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, নৌকাডুবির ঘটনাটি তাঁকে মর্মাহত করেছে। যাঁরা এখনও নিখোঁজ, তাঁরা যাতে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসেন সে ব্যাপারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নৌকাটি মূলত পণ্য পরিবহণে ব্যবহার করা হয়। সার্কল অফিসার সঞ্জু দাস ও তাঁর সহকর্মী এবং অন্যরা যাত্রী হিসেবে কেন ওই নৌকায় চড়েছিলেন, সে সম্পর্কেও তদন্তের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন।

এদিকে অভিশপ্ত নৌকায় অন্যদের সঙ্গে ছিলেন, ধুবড়ি জেলা কংগ্রেসের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী বেবি বেগম ও তাঁর স্বামী। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সীমান্ত দিয়ে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এটা আমাদের ক্লিয়ার মেসেজ : আসাদুজ্জামান খান কামাল

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৯।। বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি বলেন,আরাকান আর্মি, মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিপি), বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা তারা যারাই হোন- আমাদের সীমান্তে তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এটা আমাদের ক্লিয়ার মেসেজ।

বৃহস্পতিবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবির) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান "বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কলেজের (বিজিটিসিঅ্যান্ডসি)" প্যারেড গ্রাউন্ডে ৯৮তম রিক্রুট ব্যাচ নবীন সৈনিকদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা মনে করি, মিয়ানমার তাদের এলাকায় যুদ্ধ করবে, তারা আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ ঘটাবে না কিংবা অনুপ্রবেশ করবে না। নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা নতুন করে আর কাউকে আহ্বান করছি না। তারা তাদের সীমানায় যুদ্ধ করুক, কিন্তু আমাদের সীমানায় তাদেরকে আর ঢুকতে দেবো না। মিয়ানমারে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মিয়ানমার তাদের দেশের মধ্যেই বিভিন্ন সময় সংকটের মধ্যে পড়েছে। সেখানে আরাকান আর্মিসহ বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যুদ্ধ করছে। আমরা শুনেছি, মিয়ানমার আরাকান আর্মির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এ ঘটনায় আমাদের দেশের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কোনোভাবেই যেন আরাকান আর্মি, মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিপি) কিংবা অন্য কোনো বাহিনীর সদস্য আমাদের সীমানায় না ঢুকতে পারে। সেই লক্ষ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিজিবি রাতদিন কাজ করছে।

গুজরাটের উপকূলরেখাকে ভারতের সমৃদ্ধির প্রবেশদ্বার করার জন্য প্রয়াসরত সরকার : প্রধানমন্ত্রী

ভাবনগর, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গুজরাটের উপকূলরেখাকে ভারতের সমৃদ্ধির প্রবেশদ্বার করার জন্য প্রয়াসরত সরকার। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার গুজরাটের ভাবনগরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা কয়লা টার্মিনালের নেটওয়ার্ক তৈরি করে শিল্পের চাহিদা মেটাতে বেশ কিছু উপকূলীয় শিল্প গড়ে তুলেছি। সরকার নিরন্তর মৎস্য চাষের উন্নয়ন করেছে। গুজরাটের উপকূলরেখা রফতানি ও আমদানির জন্য দায়বদ্ধ, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভাবনগর সমুদ্রের তীরে অবস্থিত একটি জেলা। দেশের দীর্ঘতম উপকূলরেখা রয়েছে গুজরাটে। কিন্তু স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে উপকূলীয় উন্নয়নে মনোযোগ না দেওয়ায় বিশাল এই উপকূলরেখা মানুষের জন্য এক ধরনের বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিগত দুই দশকে আমরা গুজরাটের উপকূলরেখাকে ভারতের সমৃদ্ধির প্রবেশদ্বার করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করেছি। আমরা গুজরাটে অনেক বন্দর উন্নয়ন করেছি, অনেক বন্দরকে আধুনিক করেছি।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বর্তমানে গুজরাটের উপকূলরেখা লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের মাধ্যম হয়ে উঠেছে, পাশাপাশি দেশের আমদানি ও রফতানিতে বড় ভূমিকা পালন করছে। এখন গুজরাটের উপকূলরেখা নবায়নযোগ্য শক্তি এবং হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেমের সমার্থক হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। ভাবনগরের এই বন্দরটি আত্মনির্ভর ভারত গড়তে বড় ভূমিকা পালন করবে এবং এখানে শত শত নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। গুদামজাতকরণ, পরিবহন ও লজিস্টিকস সংক্রান্ত ব্যবসার সম্প্রসারণ হবে।'

বরখাস্ত হোজাইয়ের মাতাল জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক

গুয়াহাটি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সুরামত্ত অবস্থায় একজন জ্যেষ্ঠ নাগরিক (সিনিয়র সিটিজেন) এবং তাঁর ছেলেকে মারধর করে বরখাস্ত হয়েছেন হোজাইয়ের জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক। ঘটনার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কড়া নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে এই দুই শীর্ষ আধিকারিককে বরখাস্ত করেছে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক দফতর।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বছর ৬০-এর জনৈক সিনিয়র সিটিজেন এবং তাঁর ছেলে একটি বাইকে চড়ে রাস্তার ভুল দিক থেকে আসার সময় জেলাশাসকের সরকারি বাসভবনের সামনে জেলার দুই শীর্ষ কর্মকর্তা তাদের সঙ্গে কেবল দুর্ব্যবহারই নয়, তাদের মরধরও করেন। সে সময় সুরামত্ত অবস্থায় ছিলেন জেলাশাসক অনুপম চৌধুরী এবং তাঁর সহকর্মী। ঘটনাটি জনসমক্ষে চলে আসায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে গতকাল রাতে সিসিটিভ ফুটেজে দেখে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা হোজাইয়ের জেলাশাসক চৌধুরী এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক রক্তিম বরুয়াকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করতে নির্দেশ দেন।

ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে কোনও সাধারণ জনতার ওপর হামলা বা মারধর অসহনীয় কার্য। এ ধরনের কার্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পূর্ব ইউক্রেনে 'গণভোটে' জয়ী রাশিয়া, কাল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন পুতিন

মস্কো, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গণভোট করে পূর্ব ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে রাশিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করার পথ প্রশস্ত করেলন ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেনের দোনবাস, জাপরজাই, লুহানস্ক ও খেরসন অঞ্চলের গণভোটের রায় রাশিয়ার পক্ষে গেছে বলেই দাবি করেছে ওই অঞ্চলের রুশপন্থী প্রশাসন। জানা গেছে শুক্রবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সরকারি ভাবে ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার কথা ঘোষণা করবেন। বৃহস্পতিবার মস্কোর তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে এমনই ঘোষণা করা হল।

রাষ্ট্রসংঘের নিষেধাজ্ঞাকে উড়িয়ে রাশিয়ার দখলে থাকা ওই অংশে গত ২৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গণভোট করে রুশপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদিরা। ওই গণভোটে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের দোনবাস, জাপরজাই, লুহানস্ক ও খেরসন অঞ্চলকে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার স্বপক্ষে সিংহভাগ মানুষ রায় দিয়েছেন বলে দাবি করেছে রুশপন্থী প্রশাসন। শুক্রবারই রুশ প্রেসিডেন্ট ক্রেমলিনে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। সেখানেই ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার কথা সরকারি ভাবে তিনি ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন রাশিয়া প্রশাসনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ।

উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসে দোনবাস, জাপরজাই ও খেরসন অঞ্চলে মস্কোর বসানো 'পুতুল প্রশাসন' গণভোটের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। যদিও এই গণভোটের তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় আন্তর্জাতিক মহলে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি জানিয়ে দেন, গণভোট করা হলে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার সব রাস্তাই অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘও গণভোটের প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করে।

ইউক্রেনের তরফে জানানো হয়েছে, যে শহরগুলো থেকে রুশ গোলাগুলির ভয়ে আবাসিকরা পালিয়েছে সেখানে কারা ভোট দিচ্ছে? ভোটের গোটা প্রক্রিয়াটাই লোক ঠকানো বলে জানিয়েছে ইউক্রেন। এর আগেও রাশিয়া এই ধরনের গণভোটের মাধ্যমে ইউক্রেনের অংশ ক্রিমিয়া দখল করেছিল।

লালবাহাদুর ক্লাবের পুজা প্যান্ডেল। ছবি নিজস্ব।

শ্রীনগরে আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ সন্ত্রাসী গ্রেফতার : পুলিশ

শ্রীনগর, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ (এজিএইচ) এর এক সন্ত্রাসবাদীকে স্থানীয় পালপোরা এলাকা থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন, একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনী শ্রীনগরের পালপোরা এলাকায় বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন করে অভিযান চালানো হয়। পুলিশ ও সেনাদলকে দেখে একজন সন্দেহভাজন পালপোরা ব্রিজের কাছে ধানক্ষেতের দিকে পালানোর চেষ্টা করলে, তাকে গ্রেফতার করা হয়।'

নিখোঁজ সংবাদ

Ref :- Sonamura PS G.D Entry No.10– Dated. 17-09-2022.

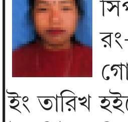

উপরিউক্ত ছবিটি শ্রীমতি কাজলী দেববর্মা, বয়স-২৪ বছর, স্বামী-শ্রী রুপম দেববমা, সাং-দশরথ বাড়ি, থানা-সোনামুড়া, সিপাহিজলা ত্রিপুরা, মহিলাটির উচ্চতা-৫ ফুট, গায়ের রং-শ্যামলা, চুল-কালো, মুখমন্ডল - গোলাকার, পড়নে গোলাপী রং-এর কুর্তি। উক্ত মহিলা গত ১৫-০৯-২০২২ ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ।।

উপরিউক্ত নিখোঁজ মহিলা সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা : পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুবা দূরভাষ নম্বর : ৬০০৯৪২০৬০৪ (এস.পি, ডি.আই.বি সিপাহীজলা) ৯৪৩৬১৩৫৬৬৫ (ও.সি সোনামুড়া থানা)।

ইতি
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা,
ত্রিপুরা বিশ্রামগঞ্জ

ICA/D-1111/22

Phone No:-9774318481
(email:- agri.eem@gmail.com)

NOTICE INVITING e-EXPRESSION OF INTEREST NO. e- 4/AGRI/EE(MECH)/2022-23

DNIEOI NO.	Item to be leased out.	Lease period
e-4/AGRI/EE(M)/2022-23	Selection of Agency to run with total operation & maintenance including complete commercial activity of Belonia Cold Store (2,000 MT capacity), Satchand Cold Store (1,000 MT capacity), Amarpur Cold Store (1,000 MT capacity), Teliamura Cold Store (500 MT capacity), Khowai Cold Store (1,000 MT capacity) and Bagbassa Cold Store (2,000 MT capacity), on lease as is where is and as it where it basis.	3(three) years.

The interested bidders requested to go through website : www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with o/o the undersigned, if desired.

Sd/- Er. Falgun Debbarma
Executive Engineer (Mech)
Deptt. of Agriculture & F.W
Matripalli, Dattatila, Agartala.

ICA-C-2415/22

Requirement of Research project Staff

Applications are invited for the posts of Scientist-B (Medical), Research Assistant & Field Assistant for ICMR project "Human Rabies Deaths and Animal Bites Burden in India: Across Sectional Survey" under AGMC & GBP Hospital, Agartala. Last date of online submission of Biodata 11/10/22. Details are available in the College website: **http://agmc.nic.in.**

Dr. Subrata Baidya
Prof. & HOD, Dept. of Community Medicine, AGMC
P.I. of the Project.

ICA-D-1110/22

No.F.(1)/DE Admission/CSC/2022

CENTRAL SELECTION COMMITTEE 2022
Education (Higher) Department
Government of Tripura

Date : 29/09/2022

Academic Notice for admission into Diploma Engg. through ITI Lateral Entry Scheme

This is for information to all concerned that schedule for publication of merit list for ITI Lateral Entry into Diploma 3rd Semester in various Polytechnic Institute of Tripura as given below:-

Date and time for publication of merit list	**30/09/2022 after 4:00 PM onwards**
Place of publication of merit list	**https://highereducation.tripura.gov.in/**
Choice filling portal address	**https://deeet.tripura.gov.in/**
Choice filling start date in portal	**02/10/2022**
Choice filling end date in portal	**10/10/2022 upto 12:00 PM**

Sd/-Illegible
Chairman
Central Selection Committee

ICA-D-1106/22

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

বিজ্ঞপ্তি

প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের (PM-KISAN) সহায়তা-প্রাপক কৃষক ভাই ও বোনেরা অবিলম্বে আপনার জমি সংক্রান্ত নথিসহ নিকটবর্তী VLW Store-এ অথবা কৃষিতত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়ে যোগাযোগক্রমে Portal-এ জমির মালিকানা, দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর ইত্যাদি আপলোড-এর ব্যবস্থা করুন।

e-KYC প্রতিপাদনের কাজ Portal-এর Dashboard-এ "Farmers Corner" অথবা নিকটবর্তী 'কমন সার্ভিস সেন্টার (CSC)'-এর মাধ্যমে নিজ নিজ আধার ও আধার সম্পর্কিত রেজিস্টার্ড মোবাইলের সহযোগে সহজেই করা যায়।

মনে রাখবেন, এই দুইটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পরবর্তী কৃষি সহায়তার (আগস্ট-নভেম্বর, ২০২২ইং-এর ইনস্টলমেন্ট) জন্যে আপনি বিবেচিত হবেন এবং এই কাজ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ইং-এর মধ্যে অবশ্যই শেষ করতে হবে।

তাং ঃ আগরতলা
২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ইং

ধন্যবাদান্তে,
স্বাঃ অস্পষ্ট
(অপূর্ব রায়)
সচিব
কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার।

ICA-D-1108/22

PNIeT No: 43/EE/CCD/PWD/2022-23, Dated. 27/09/2022

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Capital Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Special Maintenance of Government residential building during the year 2022-23 / SH: Repair/ Maintenance of Type Qtr.no-T/IV- 03,08,13,29, 30,25,26,47,48,49,50 at Kunjaban Township Qtr. Complex, Agartala. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIeT No: 33/DNIT/EE/CCD/PWD/2022-23
Estimated Cost: ₹23,77,592.63 Earnest Money : ₹ 47,552.00 and Time for completion: 90 (Ninety) days
Last date & time for online Bidding: 15/10/2022 upto 3:00 PM

Sd/-(MANIK DEBNATH)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD (Buildings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.

ICA-C-2410-22

No.F.1 (16)-TRANS/2011 (Sub-File)
TRANSPORT DEPARTMENT
GOVERNMENT OF TRIPURA

Dated, Agartala the 27th September, 2022

MEMORANDUM

The undersigned is directed to invite applications from the willing employees under the Government of Tripura for filling up of the following posts on deputation basis primarily for 1(one) year which may be further extended on satisfactory service in accordance with the number of posts, category, place of posting & required qualification/experience as detailed below:

SL. No	Name of the post & Scale of pay (as per revised scale)	No. of post & category	Place of posting	Required qualification as per Recruitment Rules.
1	Head Clerk/Accountant Scale of Pay: Rs. 5700-24000/- Grade Pay-Rs. Rs. 4200/- against Cell-I of Level-10 of Tripura State Pay Matrix, 2018	11(eleven) Category- SC- 02 ST- 03 UR- 06	O/o the Addl. Transport Commissioner, Paribahan Bhawan, Agartala and District Transport Offices and all other District Headquarters (District Transport Office)	To be filled up on deputation from the analogous posts of other Departments. The candidates having completed 15(fifteen) years of service or more in the grade of UDC etc also have attained the age of 55 years may be exempted from passing of the Accountant Training.

During the deputation period, apart from the basic pay and grade pay, the post will carry the different allowances as applicable to the employees of the Transport Department. The application in the prescribed format (ANNEXURE-I) complete in all respect may be sent to the undersign though proper channel, latest by 31st October, 2022.

(N.R. Das)
Deputy Secretary to the
Government of Tripura

ICA-D-1112/22

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যের প্রান্তিক জনপদে সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের প্রান্তিক জনপদের অন্তিম ব্যক্তির কাছেও সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যেই রাজ্যে প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযান কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। এই অভিযানে রাজ্যের জনগণের কাছে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে। আজ লালজরি ব্লকের গোপালপুর-শিবনগর সড়কে দেও নদীর উপর নবনির্মিত পাকা সেতুর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায়, লালজরি ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান অজয়ন্ত চৌধুরী ও পূর্ত দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, দেও নদীর উপর এই পাকা সেতু নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ২৮০ টাকা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে রাজ্য সরকার জনকল্যাণে কাজ করছে। সরকার সব সময়ই জনকল্যাণে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকারের সাফল্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীক'তি পেয়েছে। রাজ্যে মহিলাদের স্বশক্তিকরণেও প্রয়াস নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মূল মন্ত্র হচ্ছে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। এই দিশাতেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত করছে। রাজ্যে অসময়ে বৃষ্টি হওয়াতে ক'ষকদের উৎপাদিত ফসল নষ্ট হয়েছিল। গতকাল রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত ৪১ হাজার ৫৮১ জন ক'ষককে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ডিবিটির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, রাজ্যের প্রান্তিক মহকুমা কা'নপুরের গ্রামীণ এলাকাতেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমান সরকার আন্তরিক। দেও নদীর উপর পাকা সেতুর উদ্বোধন এই আন্তরিকতারই নিদর্শন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পূর্ত দপ্তরের মুখ্য কার্যনির্বাহী বাস্তুকার রাজীব দেববর্মা।

জামাতা

● প্রথম পাতার পর

বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

খোয়াইয়ে

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া হয় পশ্চিম গণকী নিবাসী যোগেশ সাহানিকে। তিনি সাপ ধরার বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। বিগত ২৫ বছর যাবত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি সাপ ধরার কাজ করেছেন। আজ এই ব্ল্যাক মাম্বা প্রজাতির সাপটিকে বাগে এনে লোকালয় থেকে নিয়ে গিয়ে সাপটিকে গভীর জঙ্গলে ছাড়ার জন্য তিনি নিয়ে যান। তবে ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রজাতির সাপ রয়েছে বলে জানান তিনি।

বেতন

● প্রথম পাতার পর

ধরিয়ে দিয়ে ঘেরাও মুক্ত হন বলে জানা যায়। অবিলম্বে বকেয়া অন্যান্য বিলের টাকা মিটিয়ে দেবার জন্য তারা সিডিপিওর কাছে দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন।

হাতির হানা রুখতে পুজোর ছুটি বাতিল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীদের

শামুকতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দুর্গাপুজোর সময় আলিপুরদুয়ার জেলার জঙ্গল লাগোয়া গ্রাম, বনবস্তিগুলিতে খেতের ধানের লোভে বুনো হাতির হানা বেড়ে যায়।সেই কারণে নিশ্চিন্তে পুজোর আনন্দে মেতে উঠতে পারেন না বাসিন্দারা। তাই বাসিন্দাদের পুজোর আনন্দে যাতে বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রতিটি রেঞ্জ এবং বিট অফিসগুলিতে বনকর্মীদের ছুটি বাতিল করার নির্দেশ দিল বন দফতর।বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের হাতির হানা অন্যতম সমস্যা। ঘরবাড়ি এবং খেতের ফসল রক্ষা করতে রাত জেগে হাতি তাড়ানো তাঁদের নিত্যদিনের কাজ। পুজোর সময় হাতির হানা আরও বেড়ে যায়। তাই পুজোর দিনগুলিতে হাতি তাড়াতে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রতিটি রেঞ্জে বিশেষ দল তৈরি করেছে বন দপ্তর। তাঁরাই রাত জেগে হাতি তাড়াবে। এছাড়া জেলার জঙ্গল লাগোয়া গ্রাম এবং বনবস্তির বাসিন্দাদের পটকা এবং সার্চ লাইট পর্যাপ্ত পরিমাণে বিলি করেছে বন দফতর। পুজোর আগেই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুটি ডিভিশনে অন্তত কুড়ি হাজার সার্চ লাইট বিলি করা হয়েছে। যাতে গ্রামবাসীরা বুনো হাতির গতিবিধির ওপর নজর রাখার পাশাপাশি হাতি তাড়াতে পারেন। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনাঞ্চল লাগোয়া, কুমারগ্রাম ব্লকের বিত্তিবাড়ি, মধ্য হলদিবাড়ি, ময়নাবাড়ি, আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের পানবাড়ি, চৌকিরবস, কালচিনি, ফালাকাটা এবং মাদারিহাট এলাকার বনবস্তি এবং গ্রামগুলিতে বুনো হাতির হানা নিত্যদিনের ঘটনা।এই ব্যাপারে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অমিতেশ শতপথী জানান, জেলার প্রতিটি রেঞ্জে বনকর্মীদের ছুটি বাতিল করার নির্দেশ এসেছে। মূলত পুজোর সময় বুনো হাতির হানা ঠেকানোর জন্য এই নির্দেশ। পাশাপাশি কাঠ পাচার রোখা এবং বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষার কাজও চলবে সমানতালে।

ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

বেলা নিজ বাড়ির পুকুর পারে বসা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন।তবে কিভাবে জলে পড়ে মৃত্যু হলো তা এখনো স্পষ্ট হয়নি।

সম্ভব

● প্রথম পাতার পর

কারণ, বহু পুরুষের বিধবা ভাতা এবং যুবকের বৃদ্ধ ভাতা বন্ধ হয়ে গেছে, বিদ্রুপ করে বলেন তিনি।তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বিজেপি দাবি জানিয়েছিল, ভাতা প্রদানে তালিকা সংশোধন করা হোক। তাই অনেকটা বিলম্ব হয়েছে। কারণ, তালিকা সংশোধনে কিছুটা সময় লেগেছে। এতে বহু ভুয়ো ভাতাপ্রাপক তালিকা থেকে বাদ গেছেন। ত্রিপুরা সরকারের সমস্ত পদক্ষেপের জন্য বিজেপি ধন্যবাদ জানাচ্ছে, বলেন তিনি।

ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য অংশকে প্রভাবিত করে : এস জয়শঙ্কর

ওয়াশিংটন, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য অংশকে প্রভাবিত করে। এমনই মনে করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বুধবার (স্থানীয় সময়) আমেরিকার ওয়াশিংটনে সাংবাদিক সম্মেলনে এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'আমি মনে করি আমাদের (ভারত-আমেরিকা) সম্পর্ক বর্তমানে বিশ্বের বাকি অংশকে প্রভাবিত করে। এমন অনেক দেশ রয়েছে যারা সমাধানের আশায় আমাদের দিকে এককভাবে এবং দ্বিপাক্ষিকভাবে তাকিয়ে থাকে।' বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, 'সম্পর্কের ভাল অংশ হল এই যে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের একে অপরের জন্য জায়গা তৈরি করতে হবে এবং আমরা একে অপরের সঙ্গে কাজ করতে পারি, যদিও আমরা প্রতিটি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত না হই।'রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জয়শঙ্কর বলেছেন, 'ভারত দিতে পারে, এমন অবদান আছে। আমাদের বর্তমানে একটি স্থিতিশীল ভূমিকা রয়েছে, আমাদের একটি ব্রিজিং ভূমিকা রয়েছে। আমাদের একটি কূটনৈতিক ভূমিকা আছে, আমাদের সত্যিই অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখতে হবে, আমরা কীভাবে বিশ্ব অর্থনীতিকে ঝুঁকিমুক্ত করতে অবদান রাখতে পারি?'

কৃষকদের জন্য একাধিক প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। দেশ ও রাজ্যের কৃষকদের আয়কে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে আরো মজবুত করার লক্ষ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নানা রকমের সুযোগ সুবিধা কৃষকদের নিকট পৌঁছানোর জন্য নিরন্তর কাজ করে চলছে। সে সকল প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং বড়জলা বিধানসভার কৃষকরা আজ নতুননগরস্থিত পোস্ট অফিসে পোস্ট কার্ড প্রেরণের মাধ্যমেপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শুভ জন্মদিনে শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেন।

উদ্বোধন হল

● প্রথম পাতার পর

কোর্স চালু করা রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন বলেন, রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে এবছর থেকে বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, বিধায়ক মলিনা দেবনাথ, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক রজত পন্থ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. সৌভিক বাগচী।

গুরুতর

● প্রথম পাতার পর

স্থানান্তর করেন।এদিকে, রাজ্যে দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় আহত স্কুল ছাত্রী। এবার দুর্ঘটনায় আহত হল এক স্কুল পড়ুয়া। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিকলে সাজিক্যাল রিয়াং(১৮) নামে জনৈক বাইক চালক অমরপুর সুপার মার্কেট সংলগ্ন স্থানে বীরগঞ্জ গ্রামের জনৈকা স্কুলে পড়ুয়া ছাত্রী ইস্পিতা দেবনাথকে (১৪) স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ধাক্কা দেয়। বাইকের ধাক্কায় স্কুল ছাত্রী রাস্তার উপর ছিটকে পরে। আহত ছাত্রী বর্তমানে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উত্তেজিত জনতার রোষাণল থেকে বাঁচাতে বাইক চালক দৌড়ে বীরগঞ্জ থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। পরে পুলিশ দুর্ঘটনাসল থেকে মোটরবাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

উদ্বোধন

● আটের পাতার পর

আজকের আলোচনা সভার মাধ্যমে সংগঠনকে কিভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তুলা যায় ও আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে ও আসন্ন ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচন তিপ্রামথা দলের মনোনিত প্রার্থীকে কিভাবে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করা যায় তানিয়ে আলোচনা করা হয়।

একতা কাপুর ও তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা, অবিলম্বে হাজিরার নির্দেশ

মুম্বই, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ''বিতর্কিত'' দৃশ্য ছেঁটেও ছাড় মিলল নাএকটি ওয়েব সিরিজের জন্য প্রযোজক ও চলচ্চিত্র পরিচালক একতা কাপুর ও তাঁর মা শোভা কপূরের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল বিহারের বেগুসরাইয়ের আদালত। এই মামলায় অবিলম্বে একতাকে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। একতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর ওয়েব সিরিজ 'ট্রিপল এক্স' (সিজন-২)-এ সেনাকর্মীদের অপমান এবং তাঁদের পরিবারের অনুভূতিকে আঘাত করা হয়েছে। বেগুসরাইয়ের বাসিন্দা শম্ভু কুমার নামে এক প্রাক্তন সেনাকর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত।'ট্রিপল এক্স' নামে ওই ওয়েব সিরিজে এক সেনার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে একাধিক 'আপত্তিকর' দৃশ্য দেখানো হয়েছে। অভিযোগকারীর দাবি, দৃশ্যটি এক জন সেনাকর্মী হিসাবে তাঁকে মর্মাহত করেছে। যদিও দু'বছর আগে ওই সিরিজ থেকে দৃশ্যটি ছেঁটে ফেলে ক্ষমা চেয়েছিলেন একতা। বিতর্কিত দৃশ্য বাদ দিলেও তিনি এই মামলায় আদালতে হাজিরা দেননি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।

নিজের ঢাক নিজেকেই পেটাতে হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চলতি বছর মহালয়ার অনেক আগে থেকেই পুজো প্যান্ডেলের উদ্বোধন শুরু করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্যান্ডেল উদ্বোধনে গিয়ে বুধবার ঢাকও বাজান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঢাক বাজানো প্রসঙ্গে তাঁকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণের সময় মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'এখন আর কেউ বাজাচ্ছে না, তাই নিজের ঢাক নিজেকেই পেটাতে হচ্ছে। অন্তিম পরিণতি স্বেচ্ছাচারীতার এটাই হয়।'

দিলীপ ঘোষ এদিন আরও বলেছেন, 'বিপদ কেটে গেছে করোনার, সেজন্য পুজো দেখতে আপত্তি নেই। উৎসাহে এবার পুজো হচ্ছে ধুমধাম করে। সবাই পুজো দেখুন। যাঁরা অধিকারের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন, তাদেরকে আমি অনুনয় করবো আপনারা আন্দোলন বন্ধ রেখে আসুন পুজোর আনন্দে মেতে উঠুন। পরিবারের লোকেদের সময় দিন। বন্ধু বান্ধবদের সময় দিন। লড়াই করতেই হবে। পশ্চিমবাংলার কপালে এটাই লেখা আছে স্ট্রাগল করা। আর এই সরকার যতদিন আছে অধিকার পূর্ণ হবে না, লড়াই করতেই হবে।'

প্রত্যেক মহিলা সুরক্ষিত ও আইনি গর্ভপাতের অধিকারী : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রত্যেক মহিলাই সুরক্ষিত ও আইন মেনে গর্ভপাত করাতে পারেন। বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত সমস্ত মহিলার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য। একটি মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার এই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সমস্ত মহিলা সুরক্ষিত ও আইনি গর্ভপাতের অধিকারী। সুপ্রিম কোর্ট এদিন জানিয়েছে, একজন মহিলার বৈবাহিক অবস্থা তাঁকে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। একাকী এবং অবিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট এবং নিয়মের অধীনে গর্ভপাতের অধিকার রয়েছে।

মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট অনুযায়ী গর্ভাবস্থার ২৪ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাতের অধিকার রয়েছে সমস্ত মহিলার। এক্ষেত্রে অন্তঃসত্ত্বা বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক না কেন এই নিয়ম সবার জন্যই সমান, জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে, সমস্ত মহিলাই নিরাপদ ও আইনি গর্ভপাতের অধিকারী। শীর্ষ আদালত আরও যোগ করেছে, বিবাহিত মহিলার জোরপূর্বক গর্ভধারণকে গর্ভপাতের উদ্দেশ্যে ধর্ষণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাস পরিষেবা

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাস যাত্রীদের জন্য স্বস্তি। সপ্তাহভর ভোগান্তির পর চতুর্থীর দিন একেবারে পুজোর মুখে স্বাভাবিক দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাস পরিষেবা। গত কয়েকদিন ধরেই অব্যাহত ছিল বাস সমস্যা। মহালয়া পেরিয়ে গেলেও দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতি অব্যাহত থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়েছিল যাত্রীদের। এমনকি সোমবারও বাস সমস্যা অব্যাহত ছিল।

দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার অস্থায়ী কর্মীদের কর্মবিরতির জেরে যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে ওঠে। বীরভূমের রামপুরহাট ও সিউড়ি, দু''টি ডিপো থেকেই বন্ধ হয়ে যায় বাস চলাচল। ফলত ক্ষুব্ধ যাত্রীদের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, পুজোর মুখে কেন দিনের পর দিন বাস চলাচল বন্ধ রাখা হচ্ছে। লাগাতার বাস বন্ধের জেরে সমস্যা হচ্ছিল যাত্রীদের। যদিও সেই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলল চতুর্থীতে। স্বাভাবিক হয়েছে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার বাস পরিষেবা।

"গুলি" মন্তব্যে অভিষেকের বিরুদ্ধে মামলা ব্যাঙ্কশাল কোর্টের দ্বারস্থ সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ''আমি হলে মাথায় গুলি করতাম'', বিতর্কিত এই মন্তব্যের জেরে বিপাকে পড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে অভিষেকের ওই গুলি মন্তব্য নিয়ে মামলা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। প্রসঙ্গত, বিজেপির নবান্ন অভিযানের পর আহত পুলিশ কর্তাকে এসএসকেএমে দেখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'তাঁরা অনেক সহ্যশক্তি দেখিয়েছেন, আমি থাকলে এখানে (কপালে হাত ঠেকিয়ে) গুলি করতাম।''সেই গুলি মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এবার অভিষেকের বিরুদ্ধে দায়ের হল মামলা। বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে অভিষেকের গুলি মন্তব্য নিয়ে মামলা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শহরকে ছাপিয়ে

● প্রথম পাতার পর

এখন পর্যন্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে উত্তর এবং ঊনকোটিজেলা মিলে মোঠ পুজা হচ্ছে প্রায় ছয়শতটি।পুজার আয়োজনের দিক থেকে উত্তরজেলা সদর ধর্মনগরের পর শিল্পনগরী কুমারঘাটের স্থান রয়েছে। তৃতীয়স্থানে রয়েছে ঊনকোটি জেলাসদর কৈলাশহর। কুমারঘাটে বেশ কয়েকটি ক্লাব লাখোয়ারী দুর্গা পুজার আয়োজন করে থাকে। এবছর ও করেছে। এই তালিকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব, সুভাষ সংঘ, ইয়ুথ ক্লাব, ফটিকরায়ের ভেনগার্ড ক্লাব,কাঞ্চনবাড়ীর ইন্ডিয়া ক্লাবের নাম রয়েছে।

ধর্মনগরে এগিয়েচলো ক্লাব, জেলরোডের ক্লাব কনসেনসাসনয়াপাড়া সার্বজনীন , চন্দ্রপুর সার্বজনীন, আপনজন ক্লাব সহ বিভিন্ন ক্লাবের নাম রয়েছে। উত্তর এবং ঊনকোটি জেলার প্রায় সবস্থানে দুর্গা পুজার আয়োজনের সংবাদে রয়েছে।

পুজার দিনগুলি শান্তিপুর্ন রাখতে আরক্ষা দপ্তর এবং মহকুমা প্রশাসনগুলি পুজা উদ্যোক্তাদের নিয়ে শান্তি বৈঠক করেছে। আরক্ষা দপ্তরের এক জেলা আধিকারীক জানিয়েছেন পুজার দিনগুলিতে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে পুজা উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতিও তুঙ্গে তোলা হয়েছে। রাত দিন বিরামহীনভাবে প্যান্ডল নির্মান সহ আলোকসজ্জার কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যাদের জন্য এত আয়োজন সেই আমজনতার মধ্যে শান্তি নেই। এর প্রধান কারণ আর্থিক প্রতি বন্ধকতা।

সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা নেই। ঠিকাদাররা এখনও বিল পায়নি। গতকাল সরকারীকর্মচারীরা বেতন পেয়েছে কিন্তু তাতেও বাজার তেজী হয়নি। ব্যবসায়ীরা ধারনা করেছিল কর্মচারীরা বেতন পেলে বাজার তেজী হবে। কিন্তু তা হল না। বৃষ্টি বাঁধা সৃষ্টি করেছে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আকাশ গুমরা হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় বাজার তেজী হয়নি বাজারে বেচাবিক্রি এখন ও তেজী হয়নি। মুষ্টিমেয় বড় দোকান বেচাবিক্রি করছে। কিন্তু সাধারণ দোকানদাররা খদ্দেরের জন্য পথ চেয়ে আছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

করেনি বিএসএফ জওয়ানরা। শেষে এলাকাবাসী নিজ উদ্যোগে গবাদি পশুগুলোর খোঁজ চালায় এবং সঠিক সন্ধানও পেয়ে যায়। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে গিয়ে গবাদি পশুগুলো আনতে গেলে বিএসএফ ঐ গ্রামবাসীদের তার কাঁটার ওপারেই আটকে দেয়। এনিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা খোয়াই-কমলপুর সড়ক অবরোধে বসে। খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ এবং মহকুমা প্রশাসন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। গবাদিপশুগুলিকে ছাড়িয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। যদিও এদিন কর্তব্যরত সাংবাদিকদেরও সংবাদ সংগ্রহে বাধা দেয় স্থানীয় বিএসএফ জওয়ানরা। এদিকে ২ ঘন্টা ধরে অবরোধ চলার ফলে নিত্যদিনের যাত্রীদের অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়।

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরাকে জেল কাস্টডিতে রেখে তদন্তকারী অফিসার সাব ইন্সপেক্টর উজ্জ্বল চৌধুরী আদালতের চার্জশিট জমা করে। এরইমধ্যে এই ঘটনায় আদালত ২৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে। অবশেষে আজ জেলা ও দায়রা বিচারক আশুতোষ পান্ডে সুগ্রীব ত্রিপুরাকে দোষী সাব্যস্ত করে আজ যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করে। সেই সাথে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় আরো তিন মাসের সাজা ঘোষণা করেন। তবে উল্লেখ থাকে এই সুগ্রীব ত্রিপুরা ঐদিন নাবালিকা শিশুটির উপর নির্যাতন করার চেষ্টা করলে পাশে থাকা ভাই হৃদয় দে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়ে তথ্য প্রমাণ লোপাটের জন্য দুই ভাই বোনকে মেরে জলে ফেলে দিয়ে চলে যায়। অভিযুক্ত সুগ্রীব ত্রিপুরার বাড়িও একই এলাকায়।

‘ইংল্যান্ডের সঙ্গে এমনই করা উচিত’, দীপ্তির পাশে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেটার এলিস পেরি

সিডনি, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিতর্কিত রান আউট নিয়ে ভারতের দীপ্তি শর্মার পাশে দাঁড়িয়ে অ্যাশেজের অনেক আগে থেকেই সরাসরি ইংরেজদের বিরোধিতা করে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করলেন অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দলের ক্রিকেটার এলিস পেরি।
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ এক দিনের ম্যাচে চার্লি ডিনকে মাঁকড়ীয় আউট করেছিলেন ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটার দীপ্তি শর্মা। ক্রিকেটীয় আদর্শের বিরোধী, এই অভিযোগ তুলে সেই আউটের এখনও বিরোধিতা করে চলেছে ইংরেজরা। এ বার সেই কাণ্ডে দীপ্তির পাশে দাঁড়ালেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার এলিস পেরি। সরাসরি এই ধরনের রান আউট সমর্থন না করলেও, ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই ঘটনা ঘটায় তিনি উল্লসিত।
এক পডকাস্টে পেরি বলেছেন, “চার দিকে যা হচ্ছে, তাতে আমার মনে হচ্ছে কাজটা ভাল হয়নি। তবে যদি কোনও দলের বিরুদ্ধে এই কাজ করতে হয়, তা হলে সেটা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই করা উচিত।” ক্রিকেটীয় ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার যুদ্ধ দীর্ঘ দিন ধরেই চলে আসছে। তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে দলকে জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ডিন। ৪৪তম ওভারে তিনি নন-স্ট্রাইকার হিসাবে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রান আউট করেন দীপ্তি। আইসিসি-র নিয়মানুযায়ী এই রান আউট বৈধ। ফলে অনেকেই দীপ্তির কাজকে সমর্থন করেছেন। আবার অনেকে বিরোধিতাও।

৪৫তম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছেন কাশীর জিবরান আনসারি

বারাণসী, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাশীর জিবরান আনসারি ৪৫তম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জিতে জেলার খ্যাতি এনে দিয়েছেন। আনসারি ৫০ মিটার পিস্তল ইভেন্টে সোনা জিতেছেন। আনসারি ৫০৮/৬০০ স্কোর নিয়ে স্বর্ণপদক জিতেছেন। প্রতিযোগিতার রৌপ্য পদক জিতেছিল মিরাটের শ্যুটাররা এবং ব্রোঞ্জ পদক গাজিয়াবাদের প্রতিযোগী। টুর্নামেন্টে সারা উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রায় ৫৫০০ শ্যুটার এয়ার, ছোট বোর এবং শটগান ইভেন্টে টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ রাজ্য রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জিএস সিং জিবরানকে পদক জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার একটি সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করেছেন।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি পাকিস্তানি বোলার নাসিম শাহ

লন্ডন, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন পাকিস্তানের পেসার নাসিম শাহ। এ কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাকি টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে নাসিমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পিসিবি এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ইংল্যান্ড সিরিজে নাসিম শাহের বিষয়ে তার মেডিকেল রিপোর্ট পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’ আগামী ২ অক্টোবর ইংল্যান্ডে সিরিজ শেষ হওয়ার পর পাকিস্তান পরের দিন একটি টি-২০ ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে নিউজিল্যান্ডে যাবে। বাংলাদেশ তৃতীয় দল হিসেবে থাকবে। সিরিজটি চলবে ৭ থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত। এরপর বিশ্বকাপের জন্য অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হবে পাকিস্তানি দল। ২৩ অক্টোবর মেলবোর্নে ভারতের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান শুরু হবে।

প্রয়াত হলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রথম চেয়ারপার্সন জয়ন্তী পট্টনায়েক

ভুবনেশ্বর, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত হলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রথম চেয়ারপার্সন জয়ন্তী পট্টনায়েক(৯০)। ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ডঃ জানকী বল্লভ পট্টনায়েকের স্ত্রী। তিনি একাধারে সাহিত্যিক ও কংগ্রেস নেত্রী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রথম চেয়ারপার্সনও নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ছাড়াও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। জয়ন্তী পট্টনায়েক গঞ্জাম জেলার এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রাক্তন সাংসদ এবং সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিও ছিলেন। জয়ন্তী পট্টনায়েক বর্তমানে ফরেস্ট পার্কের বাসায় থাকতেন। তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ থেকে ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৫ পর্যন্ত জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রথম চেয়ারপার্সন ছিলেন।

বড় ধাক্কা রোহিতদের, পিঠের চোটে বিশ্বকাপে নেই বুমরাহ

মুম্বই, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পিঠের চোট সারিয়ে ঘরের মাঠে গত অস্ট্রেলিয়া সিরিজে প্রত্যাবর্তন করলেও আগামী মাসে অজিভূমে শুরু হতে চলা টি-২০ বিশ্বকাপে বোলিং বিভাগের দায়িত্ব সামলাতে পারছেন না জসপ্রীত বুমরাহ। নতুন করে পিঠের চোটে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিল জসপ্রীত বুমরাহকে।গুজরাত পেসারকে ছাড়াই বিশ্বকাপগামী বিমানে উঠতে হবে রোহিত অ্যান্ড কোম্পানিকে। আর যা মেগা ইভেন্টের আগে বড়সড় ধাক্কা ভারতীয় শিবিরের জন্য।
বিসিসিআই থেকে সরকারিভাবে বুমরার বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার কথা ঘোষণা না করা হলেও বোর্ডের বিশ্বস্ত সূত্রে এমনই দাবি করা হয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, পিঠে মারাত্মক চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ।
উল্লেখ্য, বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-২০ থেকে সরে যাওয়ার পরেই উদ্বেগ তৈরি হয় ভারতীয় শিবিরে । সেই উদ্বেগ যেন সত্যি হয়ে দেখা দিল। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়/ কাকলি

ইমামি ইস্ট বেঙ্গলের নতুন মরসুমের জার্সির উদ্বোধন

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার মহা চতুর্থীতে উদ্বোধন হল ইমামি ইস্ট বেঙ্গলের নতুন মরসুমের জার্সির। এই উপলক্ষ্যে এদিন কসবা রাজডাঙা নবোদয় ক্লাবের পুজো প্যান্ডেলে এদিন বসল চাঁদের হাট। লাল হলুদের প্রাক্তন তারকারা তো ছিলেনই, সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী, কাউন্সিলর, অলিম্পিয়ান এবং অভিনেতারাও।
তিন সেট জার্সির উদ্বোধন হয়। হোম ম্যাচের জার্সি পরে মঞ্চে আসেন শৌভিক চক্রবর্তী। তাঁর হাতে জার্সি তুলে দেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। অ্যাওয়ে ম্যাচের জার্সি ব্রাজিলিয়ান ক্লেটন সিলভার হাতে তুলে দেন প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। আর প্র্যাক্টিসের জার্সি ভি পি সুহেরের হাতে তুলে দেন বিকাশ পাঁজি। জার্সি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন দুই অলিম্পিয়ান দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পৌলমী ঘটক। ছিলেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী জাভেদ খান, কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ এবং ইমামি এবং লাল হলুদের কর্তারা। জার্সি উদ্বোধনের শেষে সংবর্ধিত হল কোচ স্টিভন কনস্ট্যানটাইন। সব শেষে ইস্ট বেঙ্গলের থিম সং প্রকাশিত হয়। থিম সংটি গেয়েছেন জান কুমার শানু। জান নিজেই গানটি গেয়ে শোনান। আই এস এল-এ ইস্ট বেঙ্গলের প্রথম ম্যাচ কেরালা ব্লাস্টার্সের সঙ্গে কোচিতে ৭ অক্টোবর। ৪ অক্টোবর টিম কোচি রওনা হবে।
হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সি-ডিভিশন লিগ ফুটবলে ব্লাড মাউথ ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

ব্লাডমাউথ - ২
বিবেকানন্দ - ১
ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। প্রথমে আক্রমণাত্মক। পরে গোল করে এগিয়ে থেকে আবার রক্ষণাত্মক স্টাইলে খেলা। দুর্দান্ত খেলে ব্লাড মাউথ সুপার লিগে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে। হারিয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাবকে। আর এই জয়ের সুবাদে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবারের মতো সি ডিভিশন ঘরোয়া ক্লাব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। এর সৌজন্যে আগামী বছর দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল। এডি নগর পুলিশ মাঠে বেলা একটায় সুপার লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব ও বিবেকানন্দ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। স্লোগান ছিল জিতলে চ্যাম্পিয়ন, হারলে রানার্স অনিশ্চিত। হলোও তাই। দুই-শূন্য গোলে জয় ছিনিয়ে ব্লাড মাউথ সি-ডিভিশন ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন-এর শিরোপা জিতে নিয়েছে। পক্ষান্তরে লিগ পর্যায়ে অপরাজিত এবং সুপার লিগে জয় দিয়ে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দ ক্লাব ১০ দলীয় সি-ডিভিশন ক্লাব লীগে আসরে তৃতীয় শীর্ষেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। উত্তেজনাপূর্ণ খেলার প্রথমার্ধের ৩০ মিনিটের মাথায় ব্লাড মাউথের প্রণব সরকার প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের ৮ মিনিটের মাথায় ইমরান হোসেনের গোল ব্যবধান বাড়িয়ে দুই-শূন্য করে। বিবেকানন্দ ক্লাবের ছেলেরা প্রতিরোধ এবং গোল পরিশোধের কোন সুযোগ পায়নি। উপরন্ত খেলার প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধের উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় বডি কন্টাক্ট একটু বেশিই হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে রেফারি দুই দলের পাঁচ জনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, খোকন সাহা, বিপ্লব কুমার সিংহ এবং শিবজ্যোতি চক্রবর্তী।

সি-ডিভিশন, সুপার লিগ : পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ব্লাডমাউথ	৩	২	১	০	৬-২	৭
ভারতরত্ন	৩	১	২	০	৫-৪	৫
বিবেকানন্দ	৩	১	১	১	৩-৪	৪
সাই স্যাগ	৩	০	০	৩	২-৬	০

প্রথমবারের মতো ক্লাব ফুটবলে, ভারতরত্নের ঘরে রানার্স খেতাব

ভারতরত্ন - ২
সাই স্যাগ - ১
ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। প্রথমবারের মতো সি-ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবলে ভারতরত্ন সংঘ রানার্স খেতাব পেয়েছে। সুপার লিগের শেষ দিনে গুরুত্বপূর্ণ শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ সাই স্যাগকে দুই-এক গোলে হারিয়ে একদিকে যেমন প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে, তেমনি ক্লাব লিগ আসরে প্রথমবারের মতন রানার্স খেতাব শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে ভারতরত্নের সামনে অন্যতম সেরা উপহার হয়েছে। সুপার লিগের প্রথম দুটি ম্যাচে প্রতিপক্ষ দুই দল ভারতরত্নকে রুখতে না পারলে, চ্যাম্পিয়নের ট্রফিটাই ভারতরত্নের দখলে চলে আসতো। পুলিশ মাঠে বিকেল তিনটার ম্যাচে প্রথমার্ধেই ভারতরত্ন সংঘ এক-শূন্যতে লিড নেয়। খেলার ১৩ মিনিটের মাথায় আকাশ সরকারের গোল, ভারতরত্নের শিবিরে কিছুটা মনোবল বাড়িয়ে দেয়। কেননা সমীকরণ ছিল দিনের প্রথম ম্যাচটি জয় পরাজয়ের ফয়সালা হলে, দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতরত্নের সামনে জয়-ই টার্গেট। দ্বিতীয়ার্ধের ১৭ মিনিটের মাথায় সাই স্যাগের রজনীকান্ত ত্রিপুরা একটি গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরক্ষণে খেলায় আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। তবে ৭ মিনিট বাদেই ভারতরত্নের কেলভিন ডারলং আরও একটি গোল করে দলকে দুই-একে এগিয়ে দেয়। পরক্ষণ গোলের সন্ধানে দু’’দলের স্ট্রাইকাররা আপ্রাণ লড়লেও কেউ কোনো সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। তবে খেলার ৬৮ মিনিটের মাথায় সাই স্যাগের মটন জমাতিয়াকে অসদাচরনের দায়ে রেফারি লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেয়। পরবর্তী সময়ে ভারতরত্ন কিছুটা রক্ষণাত্মক খেলে দুই-একে জয়ী হওয়ার আসল কাজটি করে নেয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেবরায়, বিপ্লব সিং, পল্লব চক্রবর্তী ও সুকান্ত দত্ত।

রাজ্য সাঁতারে স্পোর্টস স্কুল সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য সেরা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ৩৪১ পয়েন্ট নিয়ে দলগত বিভাগে রাজ্যের সেরা হলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সাঁতারুরা। দ্বিতীয় স্থান দখল করে পশ্চিম জেলা। তিনদিন ব্যাপী রাজ্য স্কুল সাঁতার বৃহস্পতিবার শেষ হয়। বাধারঘাটের রাইমা সুইমিং পুলে। আসরে দলগত বিভাগে ৩৪১ পয়েন্ট নিয়ে সেরা হয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। ১৯১ পয়েন্ট নিয়ে পশ্চিম জেলা রানার্স, ১৭৬ পয়েন্ট পেয়ে গোমতি জেলা তৃতীয় এবং ৬৮ পয়েন্ট পেয়ে উত্তর জেলা চতুর্থ স্থান দখল করে। এদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেনপশ্চিম জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ওয়াই পি ও কৃষ্ণ কান্ত ভট্টাচার্য, সিনিয়র শারীর শিক্ষক বাদল বনিক এবং পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায়। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শেষ দিনে অনূর্ধ-১৯ বালকদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের জাহির হুসেন, অনূর্ধ-১৭ বালকদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের শনমন ত্রিপুরা, অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের অসীমা দেববর্মা, অনূর্ধ-১৪ বালকদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের রাজু দাস, অনূর্ধ-১৪ বালিকাদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের শাকিরা আক্তার, অনূর্ধ-১৯ বালকদের ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে গোমতি জেলার হাফিজ খান, অনূর্ধ-১৯ বালিকাদের ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে গোমতি জেলার রেশ্মি জমাতিয়া, অনূর্ধ-১৭ বালকদের ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের শাকিব উদ্দিন,অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের গীতা দেবনাথ, অনূর্ধ-১৪ বালকদের ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের প্রকাশ সিনহা, অনূর্ধ-১৪ বালিকাদের ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের নিশা সিনহা প্রথম স্থান দখল করে।

দিল্লিতে এস.এম কাপ ফুটবল, বিপ্লবের নেতৃত্বে রাজ্যদলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। রওয়ানা হলো রাজ্যের সেরা ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের দল। বিপ্লব দেববর্মার নেতৃত্বে। দেশের রাজধানী দিল্লির উদ্দেশ্যে। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ-১৭ বালকদের সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হবে আসর। তাতে অংশ নিতে বৃহস্পতিবার বিকেলের ট্রেণে রওয়ানা হয়েছে রাজ্যের সেরা ওই স্কুলের ফুটবলাররা। এদিন রাজ্য ছাড়ার আগে গোটা দলকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্য করা গেছে। ভালো ফলাফল করে ফিরে আসা নিয়ে আশাবাদী কোচ সহ ফুটবলাররা। কোছ শুভেনজিৎ সিনহার গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর। এবারের দলে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ফুটবলার রয়েছে। ওই সব ফুটবলাররা যে কোনও সময় ম্যাচের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করেন কোচ। ফুটবলারদের উৎসাহ বাড়াতে এদিন রেল স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন দিব্যেন্দু দত্ত। তিনি ফুটবলারদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাজ্যের সম্মান রক্ষা করে ভালো খেলে আসার পরামর্শ দেন তিনি। রাজ্য ছাড়ার আগে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কোচ শুভেনজিৎ সিনহা বলেন,‘আমার দল যথেষ্ট ব্যালান্সড। আশাকরি হতশ করবে না। দেশের রাজধানীতে পৌঁছে ছেলেরা যদি নিজেদের খেলাটা খেলতে পারে তাহলে সাফল্য পেয়েই রাজ্যে ফিরবো’। দলের ম্যানেজার রাজেশ রায় চৌধুরিও সাফল্য পাওয়া নিয়ে আশাবাদী। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল: বিরু দেববর্মা, হর্তনজয় রিয়াং (সহ অধিনায়ক), মনি কলই, রাজীব সিং, পহর দেববর্মা, বিমল রিয়াং, বিপ্লব দেববর্মা (অধিনায়ক), জন জমাতিয়া, মাজারুল হুসেন, নবকিশোর সিনহা, থাংসরাং রিয়াং, বিট্টু জমাতিয়া, ভজন বীল, শান্ত দেববর্মা এবং জেমস ডার্লং। কোচ: শুভেনজিৎ সিনহা, ম্যানেজার: রাজেশ রায় চৌধুরি।

রাজ্য স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ ব্যাপক সাড়া, শুক্রবার সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে আজ থেকে। রাজ্যের সবকটি জেলায় খেলাটি তেমন পরিচিতি পায়নি। তবে গোমতী, সিপাহী জলা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা থেকে প্রায় ৪০ জন খেলোয়াড় এবারকার রাজ্য আসরে অংশ নিয়েছেন। দুদিন ব্যাপী, আসাম রাইফেলস স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় প্রথম দিনে পুরুষ বিভাগের খেলায় অভিষেক চন্দ্র সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অভিষেক চন্দ্র ৮-১১, ১১-৫ ও ১১-৫ পয়েন্টে সুমিত কুমার পান্ডেকে হারিয়ে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে। বালক বিভাগে অনূর্ধ ১৫ ও অনূর্ধ ১৯ বিভাগের প্রতিযোগিতা হচ্ছে আজ রাতে। আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। আজ প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্বে আসাম রাইফেলস ব্রিগেডিয়ার বিক্রম সিং গুলোরিয়া, উপদেষ্টা সুজিত রায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কনক চৌধুরী, অ্যাডভোকেট রাজু দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আয়োজক তথা অল ত্রিপুরা স্কোয়াশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মৃদুল তলাপাত্র এ খবর জানিয়েছেন।

স্টেট সিনিয়র হ্যান্ডবল মীট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য সিনিয়র হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে। এডি নগর পুলিশ হকি গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অজন্তা ব্যানার্জি মেমোরিয়াল ও ৩৩ তম সিনিয়র হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা উভয়-বিভাগে দুই দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা আগামীকাল চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা শেষে ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। প্রতিযোগিতা শেষে বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। আজ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী পর্বে পশ্চিম জেলা সভাধিপতি শ্রীমতি অন্তরা দেব সরকার, ইকফাই ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ডঃ বিপ্লব হালদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্যে করেন সংস্থার সভাপতি সূর্যকান্ত পাল। সব কটি জেলার খেলোয়াররাই এতে অংশ নিচ্ছে। সকলের সহযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশিপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে সংস্থার সচিব লিটন পাল ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কিল্লায় ফুটবল ফাইনালে জয়েং

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। ফাইনালে উঠলো জয়েং কামি। পরাজিত করলো ইউ বি নগরকে। কিল্লায় জয়েং কামিতে আয়োজিত প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্টে। জয়েং বাড়ি স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। এদিন লড়াই হয় দুর্দান্ত। বল দখলের লড়াইয়ে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে শুরু থেকেই। কিন্তু ম্যাচ শেষ হওয়ার ইকছুক্ষণ আগে রক্ষণভাগের ভুলে গোল হজম করে হারতে হলো ইউ বি নগরকে। ফলাফল ২-১। বিজয়ী দলের পক্ষে বিদ্যা ডার্লং এবং দেবরাজ জমাতিয়া গোল করেন। বিজীত দলের পক্ষে অকমাত্র গোলটি করেন অ্যারন ডার্লং। প্রথমার্ধে ১-১ গোলে ম্যাচ অমিমাংশিত ছিলো। খেলা পরিচালনা করেন তাপস দেবনাথ। দুদলই এদিন উপভোগ্য ম্যাচ উপহার দেন ফুটবলপ্রেমীদের। আজ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রাইয়ো কামি খেলবে কাইপেং বুলাই দলের বিরুদ্ধে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা বৃহস্পতিবার আগরতলায় নেতাজী প্লে ফোরাম সেন্টারের পূজা প্যান্ডেলের উদ্বোধন করেছেন।নিজস্ব ছবি।

উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে। সুশাসন মানে কি তা আপনারা সবাই অবগত আছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন কারণে এখনও কিছু মানুষ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ সুবিধাগুলি সম্পর্কে সঠিকভাবে ওয়াকিবহাল নন। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ সুবিধা সরকার মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। এই লক্ষ্যেই রাজ্যে গ্রাম পঁায়েত, ভিলেজ কমিটি স্তরে প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানে মেলা, শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ জম্পইহিলের বেলিয়ানচিপে জম্পই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জম্পই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানেই জম্পই ব্লকভিত্তিক প্রতি ঘরে সুশাসন মেলা ও শিবিরের উদ্বোধন করেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী ভাংমুনে ভার্চয়াল মাধ্যমে প্যারাগ্লাইডিং টেক অফ ও ল্যাণ্ডিং পয়েন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, জম্পইহিলে আসতে পেরে আমি খুশি। আপনারা আমাকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছেন তা আমার কাছে মরণীয় হয়ে থাকবে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ও নিজের পক্ষ থেকে তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। রাজ্যের বেশিরভাগ অংশের মানুষের কাছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছালেও কিছু মানুষের কাছে বিভিন্ন কারণে এগুলি এখনও পৌঁছানো যায়নি। শুধু জেলা, মহকুমা বা ব্লক স্তরে নয়, গ্রাম পঁায়েত এবং ভিলেজ স্তরে এসব সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে। এজন্যই এই উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কিছুদিন আগে আমরা দেশের স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন করেছি। খুবই খুশির বিষয় হলো জম্পই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টিও এবার ৭৫ বছরে পদার্পণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গ দর্শনে রাজ্য সরকার উন্নয়নের কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জম্পইহিলে আজ প্যারাগ্লাইডিংয়ের সূচনা হলো। এটা অ্যাডভে'ার ট্যুরিজমের একটি আকর্ষণীয় দিক। আগামীদিনে শুধু রাজ্য নয় বহির্রাজ্যের পর্যটকদের কাছেও আকর্ষণীয় হয় উঠবে এই প্যারাগ্লাইডিং কেন্দ্রটি।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যবাসীর সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন জম্পইহিলে প্যারাগ্লাইডিং চালু হওয়ায় এই পাহাড় পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায়, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক নাগেশ কুমার বি, জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে সহ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জম্পইহিল ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান বিয়াকচুঙ্গনাঙ্গা।

গ্যাস সিলিন্ডার সহ তিন চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। একটি গ্যাস সিলিন্ডার সহ তিন চোরকে আটক করতে সক্ষম হলো পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার গোপাল দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করে নিয়ে যায় চোর। এই ব্যপারে এন সি সি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বুধবার রাতে এন সি সি থানার পুলিশ আটক করে চোর সহ অবৈধভাবে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রেতাকেও। বৃহস্পতিবার ধৃতদের ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়। নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ জানিয়েছে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিশালগড়ে প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার বিশালগড় অফিসটিলা টাউন হলে সকাল এগারোটায় বিশালগড় পৌর পরিষদের উদ্যোগে প্রতি ঘরে সুশাসন এর অঙ্গ হিসেবে বিকাশ শিবির ও পরিষেবা প্রদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, ভাইস-চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব সহ পৌর পরিষদের বিভিন্ন কাউন্সিলর গণ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক গণ ও বিভিন্ন সুবিধা প্রাপক বেনিফিশিয়ারি গণ। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুশান্ত দেব বলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে নিয়ে কাজ করছেন। তাছাড়া এ সরকারের মূল লক্ষ্য হল সমাজের অন্তিম ব্যাক্তির কাছে সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। এ সরকার জনগণের কল্যাণে কাজ করতে বদ্ধপরিকর। এখন কোন সুযোগ সুবিধা পাওয়র জন্য জনগণ কে নেতাদের বাড়িতে যেতে হয়না। এখন উল্টো জনপ্রতিনিধিরা জনগণের মধ্যে গিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে , কার কোনটা বিশেষ দরকার। তিনি বেনিফিশিয়ারি দের বিনম্র ভাবে অনুরোধ করে বলেন বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক সাথে দেখা করে নিজ নিজ সুযোগ সুবিধা লুফে নেওয়ার জন্য। বৃহস্পতিবার অফিসটিলা টাউন হলে বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারিদের হাতে চেক প্রদান ও ২০০০ টাকা ভাতা প্রাপকদের হাতে চেক প্রদান করা হয়। তাছাড়া উজ্জ্বলা যোজনার বেনিফিশিয়ারি দের মধ্যে গ্যাস বিতরণ করা হয়। তাছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্বসহায়ক গ্রুপকেও অর্থরাশির চেক প্রদান করা হয় যার মাধ্যমে আগামী দিনে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা এক নতুন দিশাতে এগিয়ে যাবে।

বীরচন্দ্র শহীদ মিনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আগামী দিনের কর্মসূচী ঘোষণা সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ সেপ্টেম্বর।। ১৯৮৮ সালের ১২ ই অক্টোবর বীরচন্দ্র এলাকায় ঘাতক বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়ে শ্রীদাম পাল ও উনার দুইজন দেহরক্ষী সহ মোট ১৩ জন সি পি আই এম এর কর্মী শহীদ হন। সেই সময় থেকে সি পি আই এম এর উদ্যোগে বীরচন্দ্রতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করার লক্ষ্যে গড়ে তোলা হলো শহীদ মিনার। প্রত্যেক বছর যথাযথ মর্যাদার সহিত সি পি আই এম এর উদ্দ্যোগে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানো হয়। রাজ্যে পালাবদলের পর শহিদীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠান করতে পারেননি সি পি আই এম কর্মীরা। যার ফলে সম্পূর্ন শহীদ মিনার জঙ্গলে পরিপূর্ন হয়ে পরে। আগামী ১২ ই অক্টোবর শহিদদান দীবস পালন করারলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার শহীদমিনার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলো সি পি আই এম এর ছাত্র যুব সংগঠনের সদস্যরা। আজকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের মাধ্যমে শহীদদের মাটিতে দাঁড়িয়ে আগামী ২৩ শে বিধানসভা নির্বাচনে সি পি আই এম পরিচালিত সরকার গঠনের ডাক দিলো সি পি আই এম এর নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলেধরতেগিয়ে সি পি আই এম এর নেতৃত্ব আশুতোষ দেবনাথ জানান আগামী ১২ ই অক্টোবর প্রত্যেকটি অঞ্চলে বীব . শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করবে। পরবর্তী সময় সকাল ১১ ঘটিকায় বীরচন্দ্র শহীদ মিনারে মূল অনুষ্ঠান করা হবে। এই অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন সাংসদ তথা রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, বামফ্রন্টের আহ্বায়ক নারায়ণ কর এবং বাদল চৌধুরী সুস্থ থাকলে আসবেন। শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এক জমায়েতের আয়োজন করা হবে বলে জানান সি পি আই এম এর নেতৃত্ব। আজকের এই কর্মসূচী পরিচালনায় নেতৃত্বদেন সি পি আই এম এর শান্তিরবাজার মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আশুতোষ দেবনাথ, টি টি এ এ ডি সি র প্রাক্তন ক্রীড়া ও যুবকল্যনা দপ্তরের নির্বাহী সদস্য পরিক্ষিত মুড়াসিং, সি পি আই এম এর নেতৃত্ব জহর দেবনাথ, বলরাম রিয়াং সহ সি পি আই এম এর অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।

সম্পন্ন হল সৃষ্টি'র সাহিত্য ও উন্মোচনী সমারোহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ সেপ্টেম্বর।। এক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো সৃষ্টি'র সাহিত্য ও উন্মোচনী সমারোহ। ২৫ শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার পুণ্য লগ্নে বিলোনীয়া প্রেসক্লাবে মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে এই সাহিত্য সমারোহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি চিমির বরণ চাকমা। উৎসাহ উদ্দীপনায় মোড়ক উন্মোচন হল সৃষ্টি শারদীয়া দশম সংখ্যার। বিলোনীয়ার নলুয়া থেকে প্রকাশিত এই শারদ ম্যাগাজিনটি এবার দশম বর্ষ উদযাপন করে বিপুল সমারোহে। শুরুতে সুস্মিতা চক্রবর্তীর উদ্বোধনী আগমনী সংগীতের পর অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সৃষ্টি'র সম্পাদক শ্রীমান দাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কবি জ্যোতির্ময় রায়। অপসংস্কৃতি ও অপশক্তির বিরুদ্ধে কবি লেখকদের আরো বেশী সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ হবার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি ছিলেন লোকগবেষক অশোকানন্দ রায়বর্ধন ও কবি অভীক কুমার দে।

এদিনের অনুষ্ঠানে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর এবং অমরপুর থেকে মেলাঘর, সব অংশের সাহিত্য অনুরাগীদের উপস্থিতি ছিল। এছাড়াও এই বছর প্রথম "সৃষ্টি সম্মান -২০২২" দেওয়া হল প্রাবন্ধিক হরিনারয়ণ সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট কবি আশিস ভট্টাচার্য, সমাজসেবী গিরিধারী সাহা ও তরুণ গীতিকার সৈকত সরকার। অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী রাজবীর দত্তের সংগীত,রাজশ্রী দাস ও ঈপ্সা মহাজনের নৃত্য বাড়তি মাত্রা যোগ করে। এছাড়াও অতিথি শিল্পী হরিপ্রসাদ মজুমদার, শিবশংকর সরকার, জয়দীপ রায় সংগীত এবং বাচিকশিল্পী তৃষা পাল আবৃত্তি পরিবেশন করেন। সবশেষে কবি সন্মেলনে কবিতা পাঠ করেন কবিগন। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আয়োজক সৃষ্টির প্রকাশক কবি সৈকত মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সৃষ্টি'র উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য কবি চন্দন পাল।

তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর।। বাঙ্গালির শারদীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে শারদীয়ার আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগ। বৃহস্পতিবার প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আসন্ন শারদীয়া উৎসবকে সামনে রেখে খোয়াই জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তেলিয়ামুড়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চৌমুহনী স্থিত কার্যালয়ে এক বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল নেত্রী সুস্মিতা দেব, উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেত্রী পান্না দেব, তেলিয়ামুড়ার তৃণমূল নেতা সুধীর সরকার ও ছাত্র নেতা জয় দাস সহ অন্যান্যরা।এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মোট ১৫০ জন গরিব এবং সমাজের পিছিয়ে পরা মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে এই বস্ত্র বিতরণের অনুষ্ঠানের মধ্যেই বিজেপি

কৈলাসহর পুর পরিষদ

কৈলাসহর, ঊনকোটি ত্রিপুরা

সম্পদ কর PROPERTY TAX প্রদানে নিয়মাবলী

পুর এলাকার নাগরিকদের প্রতি : সম্পদ কর (Property Tax) প্রদানের কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নরূপ:

১। (Property Tax) প্রদানের জন্য নির্ধারিত ফর্ম (Self declaration from) পুত্র পরিষদের কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করুন।
২। Self declaration পদ্ধতিতে অর্থাৎ ঘারের সঠিক মাপ সমেত নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করুন। পুরণ করা ফর্ম পুর পরিষদের কাউন্টারে না নিয়ে সম্পদ (Property Tax) প্রদান করুন।
৩। ২০১৯-২০২০ অর্থবছর হইতে নানা উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক (Urban Development Dept) সবকটি পুর পরিষদ এলাকাকে জোন- A, জোন B, এই দুটি জোনে বিভক্ত করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে (Centrally) এই দুটি জোনের ইউনিট ভ্যালু যথাক্রমে, জোন A= 45, ও B= 40 নির্ধারিত হয়েছে।
৪। A জোনের আওতাভুক্ত ওয়ার্ডগুলি হল, ওয়ার্ড নং ৬,৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ এবং B জোন এর আওতাভুক্ত ওয়ার্ডগুলি হল- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৪, ১৫।
৫। Self declaration এর মাধ্যমে যদি ঘরের মাপ সঠিক না হয়, বা Verification এ ঘরের মাপ ভুল প্রমানিত হইলে, ফাইনের সংস্থান আছে।
৬। প্রতি অর্থ বছরের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন এর মধ্যে সম্পন কর প্রদান করিলে ১০% হারে ছাড় পাওয়া যাবে।
৭। অর্থ বছরের ১লা জুলাই হইতে ৩১শে মার্চ এর মধ্যে কোন প্রকার ছাড়ের সুযোগ নেই।
৮। চলতি অর্থ বছরের ৩১শে মার্চ এর মধ্যে সম্পদ কর প্রদান না করিলে, পরবর্তী সময়ে ১০% হারে পেনাল্টি সহযোগেষ্টথঅ প্রদান করিতে হইবে।
৯। বকেয়া Property Tax আদায়ে Rule ২৭ এর (২) ধারা এবং Rule ৩৪ এর (১৮) ধারা অনুসারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

বিস্তারিত জানতে, পুর পরিষদ অফিসে যোগাযোগ করুন।

শারদীয়া দুর্গোৎসবের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

ধন্যবাদান্তে
পুর কর্তৃপক্ষ
কৈলাসহর পুর পরিষদ।

কৈলাসহর পুর পরিষদ

তেলিয়ামুড়ায় প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর।।মানুষ তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হোক কিংবা অধিকার সম্বন্ধে চিনুক এবং জানুক সেই লক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা ইউ.এল.বি লেভেল প্রতি ঘরে সুশাসন ক্যাম্পের অঙ্গ হিসাবে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গনা কলা কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার। এই দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা উদ্বোধক কল্যাণী রায়। এছাড়াও ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের পুর পিতা রূপক সরকার, মহকুমা শাসক মোঃ সাজ্জাদ পি, তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়া সহ বিশিষ্ট সমাজসেবক রঞ্জিত সূত্রধর। প্রতি ঘরে সুশাসনের অঙ্গ হিসাবে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বলেন, রাজ্যের জনগণের আর্থ সামাজিক বিকাশে জেলা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্লাগশিপ প্রকল্প ওকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, পিএম-কিষান, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা, ভারত নেট প্রকল্প, সয়েল হেলথ কার্ড, কিষান ক্রেডিট কার্ড, অটল পেনশন যোজনা, মুখ্যমন্ত্রীর যুব যোগাযোগ যোজনা, প্রকল্পে সমস্ত সুবিধা-ভোগীদের সুবিধা সুনিশ্চিত করতে প্রতিকূল সুশাসনের যুগান্তকারী ভূমিকা নেবে। এদিনের অনুষ্ঠানে মানুষজনদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

ভাতা ২০০০ টাকা বৃদ্ধি করায় বিজেপির ধন্যাবাদ র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ সেপ্টেম্বর।। সামাজিক ভাতা ২০০০ টাকা করা সহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার পরিপ্রেক্ষিতে ধন্যবাদ রেলি সংঘটিত করল বিজেপি। অমরপুরের চন্ডীবাড়ি সংলগ্ন স্কুল মাঠে বিজেপির অমরপুর অম্পিনগর ও করবুক মন্ডলের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নিয়ে ধন্যবাদ র‍্যালি ও জন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, কিষাণ মোর্চার প্রদেশ সভাপতি জওহর সাহা, বিজেপির প্রদেশ সহ-সভাপতি পাতাল কন্যা জমাতিয়া, জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় অন্যান্যরা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির গঠনমূলক কাজকর্ম এবং জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই বিজেপিকে পুনরায় জনগণ ক্ষমতায় আসীন করবেন বলেও বক্তারা আসা ব্যক্ত করেন।

পিলাক এলাকায় উচ্ছ্বাস সোসাইটির উদ্যোগে স্বচ্ছভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ সেপ্টেম্বর।। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর পিলাক এলাকায় উচ্ছাস সোসাইটি গড়ে উঠার পব. থেকে নানান সামাজিক কর্মসূচী করে যাচ্ছে। এরইমধ্যে শারদীয় দূর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার পিলাক বাজারে, জোলাইবাড়ী রেলষ্টেশনে ও রামরাই বাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বচ্ছ ভারত অভিযান করাহয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের পাশাপাশি রামরাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগী ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে মিষ্টি ও ফল বিতরন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে উচ্ছাস সোসাইটির অফিস প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা ও সংস্থার পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরবর্তী সময় এলাকার লোকজনদের নিয়ে সোসাইটির উদ্যোগে স্বচ্ছতার উপর এক আলোচনা সভার আয়োজন করাহয়। আলোচনা সভা শেষে হয় স্বচ্ছভারত অভিযান। উচ্ছাস সোসাইটির আজকের কর্মসূচীতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন টি এস আর নবম বাহিনীর জোওয়ানরা।

তিপ্রামথা দলের উদ্দ্যোগে গারু কলোনী বাজারে দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ সেপ্টেম্বর।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত গারু কলোনী এডিসি ভিলেজের গারু কলোনী বাজার তিপ্রা মথা দলের দলীয় কার্যালয় নির্মিত করা হয়। বৃহস্পিতবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দলীয় কার্যালয়ের শুভ উদ্ভোধন করা হয়। উদ্ভোধন শেষে দলের কার্যকর্তাদের নিয়ে আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বচন ও আসন্ন ২০২৩ বিধানসভা নির্বচানকে সামনে রেখে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই বাইকের সংঘর্ষে আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর।। দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই। যান দুর্ঘটনা জেনো নিত্য দিনে সঙ্গি হয়ে দাঁড়িয়েছে।দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক যুবক। ঘটনা বুধবার রাতে উত্তর জেলার ধর্মনগর গোল্ডেন ভ্যালী স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার রাতে টিআর ০৫ ৪৬৫৭ নম্বরের বাইকে করে ধর্মনগরের দিকে আসছিল অর্ণব সেন নামে এক যুবক। ঠিক ওই সময় অপর দিক থেকে দ্রুত গতিতে এসে নম্বর বিহীন একটি এভেঞ্জার বাইক অর্ণবের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে।আর এতেই বাইকের আঘাতে তার ডান পা ভেঙে গিয়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। অপর বাইকে ছিল রাজদ্বীপ দেবনাথ নামে এক যুবক। তার বাড়ি বটরসি জোর কালার্ট এলাকায়। সে এই বাইকটি নতুন কিনেছে বলে জানা যায়। এই দুর্ঘটনায় সেও অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে আশপাশের মানুষ ছুটে এসে দমকল অফিসে খবর দেয়। দমকল কর্মীদের সহযোগিতায় আহত দুই বাইক চালককে নিয়ে আসা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে আহতদের।

শারদোৎসব উপলক্ষে ঢাকিদের তৎপরতা। বৃহস্পতিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।